পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮


# দুরন্ত বার্তা


সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 271 Tuesday, 1 September, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৭১ সংখ্যা ✻ ১৪ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

# ‘বোঝালে বুঝত না, কেউ কিছু বলতে গেলেই বলত, সব জানি’

## নাম না করে মমতাকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩১ আগস্টঃ** রাজ্যে বিগত ১৫ বছরে সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে এবং সমবায়ের গুরুত্ব না বুঝে একনায়কতান্ত্রিক সরকার চালানো হয়েছে- উত্তর ২৪ পরগনায় দাঁড়িয়ে পূর্বতন সরকারকে এ ভাবেই চাঁচাছোলা ভাষায় বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগের সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘আগে সবাই তো ল্যাম্পপোস্ট ছিল, একটাই পোস্ট! বোঝালেও বুঝত না। কেউ কিছু বলতে গেলেই বলত, ‘আমি তো সব জানি।’’ বিগত দিনে রাজ্যে সমবায় আন্দোলন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৬ হাজারের বেশি সমিতির মধ্যে প্রায় ২ হাজারই অকেজো। ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভের ২৫ শতাংশ কাজের কোটা বন্ধ করা হয়েছে। এমনকি স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ১২ বছর এবং ওয়েবস্কে ১০ বছর ধরে নির্বাচন হয়নি। প্রাথমিকেও বন্ধ নির্বাচন। সমবায়কে গুরুত্ব না দিয়ে বিকল্প অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। ২৩,০০০ মহিলা সদস্য সম্বলিত ‘নর্থ ২৪ পরগনাস মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড’-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমবায় ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও অগ্রগতির নতুন দিকনির্দেশ করেন শুভেন্দু। অনুষ্ঠানমঞ্চে তুলসী মাতার প্রতি প্রণাম নিবেদন করে তিনি স্মরণ করেন ৩৫ বছর আগে যে নারীরা এই সোসাইটি নিবন্ধিত করে কাজের বীজ রোপণ করেছিলেন, তা আজ মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ‘চরৈবেতি, চরৈবেতি’ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই সমিতি আগামী দিনে বটবৃক্ষে পরিণত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। গণতন্ত্রে সমবায়ের স্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি

বলেন, ‘‘সবাই বলে দেশে তিনটি সরকার আছে- কেন্দ্র, রাজ্য ও পঞ্চায়েত- পৌরসভা। কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃতি পাওয়া সমবায় ব্যবস্থা হল প্রকৃতপক্ষে দেশের ‘চতুর্থ সরকার’।’’ মহিলা চালিত এই সমিতিগুলির মাধ্যমে নারীদের স্বশক্তিকরণ সম্ভব উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্যের ‘লাখপতি দিদি’ প্রকল্পের উদাহরণ টানেন। নন্দীগ্রামে এসএইচজি গ্রুপগুলির জন্য ৩০,০০০ টাকার ইনসেন্টিভ হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, পঞ্চায়েতের অধীনে এসএইচজি-রা যে সুযোগ পাচ্ছে, সমবায়ের অধীনে থাকা গ্রুপগুলি যেন তার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বক্তব্যে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী প্রয়াত সরল দেবের অবদান স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু জানান, তৎকালীন সিপিএমের অন্দরে তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সরল দেব কাঁথি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-কে পুরোনো আইনের সেকশন সেভেনে এক বছরের এক্সেম্পশন দিয়েছিলেন। ব্যাংকটিকে অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে লস থেকে প্রফিটে নিয়ে আসা, সদস্য বৃদ্ধি এবং ফার্ম সেক্টরে ২৫ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কারণেই দলীয় চাপ উপেক্ষা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি ২০০৬ সালের কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট ও তার পরবর্তী রুলস তৈরিতে নিজের বিরোধী এমএলএ হিসেবে ভূমিকা এবং অশোক বসুর নেতৃত্বের কথা মনে করান শুভেন্দু। কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের আমলে সমবায় দফতরের আলাদা মর্যাদা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু জানান, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে একটি ব্যক্তিগত ডিও চিঠি পাঠান, যাতে রাজ্য ও কেন্দ্রের সমবায়ের কাজে সমন্বয় রক্ষা করতে এক জন আইএএস অফিসারকে মনোনীত করা হয়। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত অফিসার বাছাই করা হয়েছে। কেন্দ্রে মোদি সরকারের ছ’টি স্কিম ও সর্বভারতীয় কম্পিউটারাইজেশন চালুর ফলে এই সেক্টরে নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মিষ্টি দই তৈরির জন্য হাওড়ার সাঁকরাইলে ‘আমূল’ ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ একর করে জমি দেওয়া হলে আমূল সেখানে

● এরপর ৬ পাতায়...

## প্রয়াগরাজে বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে ভয়ংকর বিস্ফোরণ!

**সংবাদ সংস্থা, প্রয়াগরাজ, ৩১ আগস্টঃ** উত্তরপ্রদেশের বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে এক বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সোমবার দুপুরে এই দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল অন্তত ৮ জনের। মৃতদের তালিকায় রয়েছে দুই শিশুও। পাশাপাশি অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে পার্শ্ববর্তী অন্তত ৭টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজ শুরু করেছে পুলিশ ও বায়ুসেনা কর্মীরা। জানা যাচ্ছে, সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রয়াগরাজ-কৌশাম্বী সীমান্তবর্তী কৌশাম্বী জেলার মহম্মদপুরে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে মানুরি বিমানঘাঁটির দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার। দুর্ঘটনার সময় কারখানায় কাজ করছিলেন ১৫ জন শ্রমিক। পুলিশের তরফে জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের জেরে পুরো কারখানা ভস্মীভূত হয়ে যায়। ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা ৭টি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী গোটা এলাকাকে ঢেকে ফেলে। এমনকী কারখানা থেকে ৭০ মিটার দূরে অবস্থিত একাধিক বাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ২ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ। স্থানীয়দের তরফে জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা আসে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। এমনকী পাশে থাকা বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে জওয়ানরা এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। গ্রামবাসীরা আহতদের উদ্ধার করে খাটিয়ায় করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ধ্বংসস্তূপ সরাতে সেখানে আনা হয়েছে বুলডোজার। দুর্ঘটনার কবল থেকে কোনওমতে বেঁচে যাওয়া এক কিশোরী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায়, ‘‘ঘটনার সময় বাড়িতে আমি, আমার মা আর ছোট ভাই ছিলাম। একমাত্র আমিই বের হতে পেরেছি। বাকি সবাই চাপা পড়েছে।’’ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, কারখানার মালিকের না আদিল। এই বাজি কারখানা সরকারি অনুমতি এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের অনেকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

## রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ** রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২৩ জন আইএএস আধিকারিককে বদলি করেছে। বদলির তালিকায় রয়েছেন অর্থ, বাণিজ্যিক কর, কৃষি, খাদ্য ও সরবরাহ, তথ্যপ্রযুক্তি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পরিবহণ এবং পুর প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক। কমার্শিয়াল ট্যাক্সেসের কমিশনার খালিদ আজিজ আনওয়ারকে অর্থ দফতরের সচিব এবং কৃষি দফতরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি সুরেন্দ্র কুমার মীনাকে কমার্শিয়াল ট্যাক্সেসের কমিশনার করা হয়েছে। অর্থ দফতরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি উমা শঙ্কর এস যাচ্ছেন আবাসন দফতরে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ডিরেক্টর অংশুল গুপ্তকে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ডিরেক্টর করা হয়েছে। জয়েন্ট চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার দিব্যা মুরুগেসন যাচ্ছেন কলকাতা পুরসভার জয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএম অবনীত পুনিয়াকে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি ও ডিরেক্টর করা হয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মালদহ, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক এডিএম-সহ আধিকারিকের দায়িত্ব বদল হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, অর্থ, পরিবহণ, বিদ্যু এবং তথ্যপ্রযুক্তি দফতরেও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একাধিক আইএএস আধিকারিককে।

## ‘আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী’

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৩১ আগস্টঃ** দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র সাড়ে তিন মাস- অর্থাৎ ১১৪ দিনের মাথায় দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামের সার্বিক রূপরেখা বদলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নন্দীগ্রামের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে ৩২টি নতুন সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, হরিপুরে নতুন ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের একাধিক আর্থিক সহায়তা সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের কর্মসূচি পেশ করেন তিনি। পরিকাঠামোগত এই অগ্রগতির জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ এবং হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নন্দগ্রামের

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হল। যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে ৩২টি রাস্তার কাজের পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হরিপুরে একটি নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটলে কাঁথি বা তমলুকের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না। এর পাশাপাশি বহুল প্রতীক্ষিত হলদিয়া-নন্দীগ্রাম সেতুর আপডেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা (সয়েল টেস্ট), এস্টিমেট এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সেতুর ভূমি পূজনে তিনি নিজে আসবেন এবং সেতু চালুর পর প্রথম গাড়িটি তিনি নিজে চালিয়ে নিয়ে যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই প্রকল্পের আওতায় জব কার্ডধারীরা বছরে ১২৫ দিন কাজ করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে প্রতিটি জব কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্টে বছরে সরাসরি ৩৪,৫০০ টাকা পৌঁছবে। এই ব্যবস্থার অধীনে ৩১৭ রকমের কাজের সুযোগ রয়েছে। স্বনির্ভর দলগুলির রিভলভিং ফান্ড ও কাজের পরিধি বাড়াতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে ৩০,০০০ টাকা করে স্থানান্তর করা হয়েছে। পূর্বে প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা পাওয়া ৭,৩০০ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির আরও ৬০,০০০ টাকা করে পাঠানো হল। এর পাশাপাশি ১১,৭০০টি নতুন বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া, অনুমোদন ও অর্থ

● এরপর ৬ পাতায়...

**২৬,০০০ নিয়োগ নিয়ে আর্জি মানল সুপ্রিম কোর্ট**

## রাজ্যের আবেদনে ‘শেষবার’ বাড়ানো হল সময়সীমা

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ** রাজ্যের ২৬ হাজার শূন্যপদে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এবার পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে বড় ধরনের স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কমিশন ও রাজ্য সরকার। সোমবার সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্জি গ্রহণ করে নিয়োগ পর্ব শেষ করার জন্য সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ধার্য করেছে। সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ অনুযায়ী চলতি বছরের ৩১ আগস্টের মধ্যে ২৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা ছিল। তবে অন্যান্য জটিলতার পাশাপাশি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জটে পুরো বিষয়টি আটকে যায়। প্রাথমিক প্যানেল এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজ বেশ কিছুটা এগোনোর পরেও মাঝপথে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিতে বাধ্য হয় কমিশন। আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ৩১ আগস্টের নির্দিষ্ট মেয়াদ ঘনিয়ে আসতেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে অতিরিক্ত সময় চাওয়া হয়েছিল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন কমিশনের আইনজীবীরা জানান যে, সংরক্ষণের জটিলতা এবং আইনি প্রক্রিয়ার কারণে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পর্ষদ বা কমিশন নিয়োগ শেষ করতে পারছে না। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনে সিলমোহর দেয়। এর ফলে ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সময় পেল কমিশন। অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের হাতে রয়েছে আরও ন’মাস। তার মধ্যে মোট ৩৫ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। যদিও শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছে, এটাই শেষ বার। এরপর নিয়োগ নিয়ে আর কোনও

● এরপর ৬ পাতায়...

## যাঁদের গাড়ি বা বাইক আছে, তাঁদের নিয়ে বড় বার্তা অগ্নিমিত্রার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ** ক্ষমতায় আসার পর পার্কিং নিয়ে পদক্ষেপ করেছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল যেখানে সেখানে রাখা যাবে না গাড়ি। নয়ত ফাইন দিতে হবে। জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী। যাঁদের চার চাকা গাড়ি বা বাইক রয়েছে ফের একবার তাঁদের ফের একবার সতর্ক করলেন অগ্নিমিত্রা

পাল। সরকার প্রদত্ত নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও গাড়ি রাখলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ফের একবার মনে করিয়েছেন তিনি। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘যেখানে-সেখানে পার্কিং করবেন না। আমরা মিটিং করছি। কোথায়-কোথায় আমরা পার্কিং করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটা অ্যাপ আনব আমরা। সেই অ্যাপটা এলে সুবিধা হবে সকলের।’’ কীভাবে এই অ্যাপ কাজ করবে তা নিয়েই বার্তা

● এরপর ৬ পাতায়...

## ‘হতাশাবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী মুখ থুবড়ে পড়ল, ভারত আবারও বিকশিত’

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ** বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। আমেরিকা ও ইরান যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাজারে। তখন সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে ভারতীয় অর্থনীতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার পূর্বাভাসকে ছাপিয়ে গিয়েছে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার। ভারতের অর্থনীতির এই সাফল্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় অর্থনীতির হাল নিয়ে নিন্দুকদের ভবিষ্যদ্বাণী যে মুখ থুবড়ে পড়ল, সেকথা বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতের প্রকৃত জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ। সোমবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক এই তথ্য প্রকাশ করেছে। এই

তথ্য সামনে আসার পরই এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের ৭.৮ শতাংশের অসাধারণ জিডিপি বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য। বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে তেলের দামের ধাক্কা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার নানা সমস্যার মধ্যেও দেশের মানুষের সম্মিলিত শক্তিই ভারতকে এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করেছে। এরপরই ভারতীয় অর্থনীতির সমালোচকদের নিশানা করে মোদি লেখেন, ‘হতাশাবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী

● এরপর ৬ পাতায়...

## ‘তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন’, তৃণমূলের প্রতীক ও তহবিল নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ** বিধানসভা নির্বাচনের পর ঘাসফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ ভাঙন ও দলীয় মালিকানা কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া জট এখনও অব্যাহত। চলতি আগস্ট মাসের মধ্যে কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের বিরোধ নিষ্পত্তি করার কথা থাকলেও নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে দিল্লির নির্বাচন কমিশন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে ফের নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠালেন তৃণমূল

কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তীতে বিধায়কদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় পৃথক তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমানে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদে রয়েছেন ঋতব্রত নিজেই। এর পর থেকেই জোড়াফুল প্রতীক এবং দলের যাবতীয় তহবিল (ফান্ড) কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিষয়টি

● এরপর ৬ পাতায়...

## নেপালে মৃত বেড়ে ৯০৩, আবার বাড়ছে ভোটে কোশী ও ত্রিশূলীর জল!

**সংবাদ সংস্থা, কাঠমান্ডু, ৩১ আগস্টঃ** নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯০৩। এখনও চার হাজারের বেশি মানুষের খোঁজ নেই। গত সপ্তাহের এই বিপর্যয়ের পর দিন যত গড়াচ্ছে, করেছে নেপাল প্রশাসন। রবিবার মোবাইল ফোনে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। ভোটে কোশী নদীর জলস্তর ফের বাড়তে শুরু করায় বেড়েছে উদ্বেগ। পাশাপাশি

ততই বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। উদ্ধারকাজ চললেও ধ্বংসস্তূপের নীচে এবং দুর্গম এলাকায় আটকে থাকা বহু মানুষের কাছে এখনও পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। ফলে এই সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে পারে যেকোনও মুহূর্তে। এর মধ্যেই নতুন করে বন্যার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি রবিবার ত্রিশূলী নদীতেও নতুন করে হড়পা বানের খবর মিলেছে। সেই স্রোতে গন্ডকী প্রদেশের গোর্খা জেলার গন্ডকী গ্রামীণ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘ্যালচৌক এবং পৃথ্বী হাইওয়ের পাশে চারৌদিকে যুক্ত করা একটি ঝুলন্ত সেতু ভেসে

● এরপর ৬ পাতায়...

## ফের দিল্লিতে নির্ভয়াকাণ্ড, চলন্ত বাসে কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার চালক ও কন্ডাক্টর

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ** ১৪ বছর পরে আবারও নির্ভয়াকাণ্ডের স্মৃতি উস্কে দিল গ্রেটার নয়ডায় কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনা। আবারও চলন্ত পর্দা টানা স্লিপার বাসে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। গ্রেটার নয়ডা থেকে দিল্লির কাশ্মীরি গেটগামী একটি স্লিপার বাসে ১৬ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর দু’জনকেই গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। যে বাসে ঘটনাটি ঘটেছে, তা-ও তদন্তের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা ঘটেছে দিল্লির কাশ্মীরি গেট থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের মইনপুরী জেলার বাসিন্দা ওই কিশোরী একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্যের পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। গ্রেটার নয়ডার সেক্টর ৬৩ এলাকায় থাকা এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে পথ ভুল করে সে গ্রেটার নয়ডার পরিচিত এলাকার পরিবর্তে পরী চকে নেমে যায়। সেখানে রাস্তায় একা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার একটি খালি স্লিপার বাস দেখতে পায় ওই কিশোরী। পুলিশকে দেওয়া বয়ানে কিশোরী জানিয়েছে, সে বাসকে থামার জন্য ইশারা করে। চালক কুলদীপ এবং কন্ডাক্টর সন্দীপ তাকে জানায়, তারা নয়ডার সেক্টর ৬৩-এর দিকে যাচ্ছেন, তাকে নামিয়ে দেবে। সেই কথা বিশ্বাস করে কিশোরী বাসে উঠে পড়ে। অভিযোগ, বাসটি চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই কন্ডাক্টর তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। এর পরে চালক ও কন্ডাক্টর দু’জনে মিলে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিশোরীর দাবি, সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। চলন্ত বাসের মধ্যেই তার উপরে দফায় দফায় যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। তদন্তে জানা গিয়েছে, বাসটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় গ্রেটার নয়ডার সুরজপুর এলাকার একটি ওয়ার্কশপে মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছিল। মেরামতির পরে

চালক ও কন্ডাক্টর খালি বাসটি দিল্লির তিমারপুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ই পরী চক এলাকায় তাদের সঙ্গে কিশোরীর দেখা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, পরী চক থেকে কাশ্মীরি গেট পর্যন্ত প্রায় ৪৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাসটি। এই ৪৭ কিমি রাস্তা আসার পথেই কিশোরীর উপর অত্যাচার চালায় অভিযুক্তরা। পরে কাশ্মীরি গেট আইএসবিটি-র কাছে রিং রোড এলাকায় কিশোরীকে নামিয়ে দিয়ে অভিযুক্তরা চলে যায়। এর পরে সে নিকটবর্তী কাশ্মীরি গেট থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে গোটা ঘটনার কথা জানায়। তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওই স্লিপার বাসে বার্থগুলির সামনে পর্দা ছিল। ফলে বাইরে থেকে বাসের ভিতরে কী ঘটছে, তা সহজে দেখা সম্ভব ছিল না। পুলিশের মতে, এই বিষয়টিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে বাসটি যে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে দিল্লিতে পৌঁছেছিল, সেই রুটের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরে তদন্তে নেমে পুলিশ কুলদীপ ও সন্দীপকে উত্তর দিল্লির তিমারপুর এলাকার একটি পার্কিং লট থেকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত বাসটি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা যায়। এই ঘটনা ফের দিল্লিতে গণপরিবহণে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে পর্দাটানা স্লিপার বাসে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে খালি বা ব্যক্তিগত স্লিপার বাসে যাত্রী ওঠানোর ক্ষেত্রে চালক-কন্ডাক্টরের পরিচয় যাচাই, বাসের নজরদারি, সিসিটিভি, জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট রুটে নজরদারি কতটা কার্যকর-তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা ২০১২ সালের দিল্লির বহুল আলোচিত নির্ভয়া-কাণ্ডের স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লির চলন্ত বাসে এক তরুণীর উপর ভয়াবহ গণধর্ষণের ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেই ঘটনার পর গণপরিবহণে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং যৌন অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়।

## বিশকেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

বিশকেক ও নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের বিশকেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৬-তম এসসিও (শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন) শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে কিরগিজস্তান সফরে গিয়েছেন মোদী। উজবেকিস্তান সফর সেরে রবিবারই সে দেশের রাজধানী বিশকেকে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার সকালে মহাত্মা গান্ধী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষা করেন তিনি। গান্ধীমূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশকেকে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশকেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন। তিনি মঙ্গলবার বিশকেকে ২৬-তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

## প্রণব মুখোপাধ্যারে প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে সোমবার তিনি লিখেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনীতিবিদ ভারতরত্ন শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ২০১২ সালে তিনি ভারতের ১৩-তম রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট তিনি দেশের জাতীয় রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রয়াত হন।

## নন্দীগ্রামে প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন

নন্দীগ্রাম, ৩১ আগস্ট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রেয়াপাড়ায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠান থেকে নন্দীগ্রাম বিধানসভায় জনকল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামে নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ মানুষের সঙ্গে আমার দু’দশকের সম্পর্ক। আজ নন্দীগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন। ৩২টি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার হচ্ছে। নন্দীগ্রামে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলছে আজ। নন্দীগ্রামে ১১ হাজার ৭০০ বাড়ি তৈরি হবে। নন্দীগ্রামের হরিপুরে একটি দমকল কেন্দ্র উদ্বোধন করলাম।’ নন্দীগ্রামের বিপুল সংখ্যক মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী খবর সূত্রে।

### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# আরও শক্তি বাড়ল নৌসেনার, অন্তর্ভুক্ত স্বদেশী ভেসেল নিপুন

মুম্বই, ৩১ আগস্ট ঃ দেশে নির্মিত ও নিস্তার শ্রেণীর দ্বিতীয় ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল ‘ সোমবার মুম্বই-এর ডক ইয়ার্ডে জলে ভাসালো ভারতীয় নৌ সেনা। এরইসঙ্গে আরও শক্তি বা।ল নৌসেনার। এই জাহাজ তৈরি হয়েছে বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড লিমিটেডে। নৌ সেনার হাতে এই ভেসেল হস্তান্তর করা হয় গত ৩০ জুলাই। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ডুবুরিদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে এই জাহাজ বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক নানা সরঞ্জাম। ডুবো জাহাজ উদ্ধারের ক্ষেত্রে এই জাহাজ ভারতীয় নৌসেনার সক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করবে।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন বলেন, একটি যুদ্ধক্ষম নৌসেনা হিসেবে, একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকাটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সামুদ্রিক পরিবেশ ক্রমশই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে উঠছে। সেখানে ঝুঁকির ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও জটিলতার রূপ নিচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের দেশ ঠিক কী ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, তার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া হয়তো সবসময় সম্ভব নয় তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই সম্ভাব্য হুমকিগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি এবং এমন নির্ভরযোগ্য সক্ষমতা গ।ে তুলতে পারি যা আমাদের কার্যকরভাবে ও যথাসময়ে-যেখানেই এবং যখনই প্রয়োজন হোক-সেই হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলবে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের জন্য 'ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় জাহাজটির কমিশন বা অন্তর্ভুক্তিকরণ অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। পশ্চিম নৌ-কমান্ডের অধীনে পশ্চিম উপকূলে মোতায়েন হতে যাওয়া 'নিপুণ' জাহাজটি আমাদের প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত ডুব-জল সক্ষমতার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী সংযোজন হয়ে উঠবে।

# কিরগিজ সফরে প্রধানমন্ত্রী, বিশকেকে প্রবাসীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা

বিশকেক, ৩১ আগস্ট ঃ দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিরগিজ প্রজাতন্ত্রে পৌঁছেছেন। বিশকেকে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। বিশকেকে পৌঁছনোর পর গত রবিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে জানান, বিশকেকে পৌঁছেছেন তিনি। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান আদিলবেক কাসিমালিয়েভের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখান থেকে হোটেলে পৌঁছলে প্রবাসী ভারতীয়রা বিশেষ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রীকে। ভারত মাতা কি জয়, বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে থাকেন প্রবাসীরা। উল্লেখ্য, কিরগিজ প্রজাতন্ত্রে ২৬-তম এসসিও শিখর সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন এবং সেখানে নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরেন বলে জানি।

# মহানায়ক উত্তম কুমার চিরদিন মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করবেন মন কি বাত-এ বললেন প্রধানমন্ত্র্যী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিলেন। এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানটি ছিল ১৩৭-তম পর্ব।রবিবার প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত-এ বলেন, ৩ সেপ্টেম্বর আমরা মহানায়ক উত্তম কুমারের-এর জন্মশতবার্ষিকী পালন করব। উত্তম কুমার একজন ভার্সেটাইল অভিনেতা ছিলেন, যিনি নিজের অভিনয় দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। চিত্রপ্রেমীরা মানেন যে, সত্যজি রায় ফিল্ম ‘নায়ক দ্য হিরো’-র পুরো স্ক্রিপ্ট মহানায়ক উত্তম কুমারকে ভেবে লিখেছিলেন। সত্যজি রায় বলেছিলেন যে তাঁর মধ্যে ডিগনিটি-র সঙ্গে অসাধারণ ইমোশনাল ডেপথ-ও ছিল। চরিত্রকে তিনি জীবন্ত করে তোলার জন্য খুব পরিশ্রম করতেন। উত্তম কুমার নিজস্ব সহজতার সঙ্গে ফিলানট্রফি-র জন্যও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবন থেকে কখনও হার না মানার একটি আরও বড় শিক্ষা মেলে। তাঁর শুরুর ছবিগুলি খুব বেশি চলেনি, কিন্তু তিনি নিজের কাজের উপর ফোকাস বজায় রেখেছিলেন। এরই ফলস্বরুপ তিনি এত উচ্চতা অর্জন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এ দিন এও বলেন, যখন আমি কলকাতায় রোড শো করছিলাম, তখন আমি উত্তম কুমার-এর বাড়ির সামনে দিয়েও গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে একজন ব্যক্তি তাঁর একটি ছবিও উপহার দিয়েছিলেন। আমি আবারও মহানায়ক উত্তম কুমার-কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি । তিনি সবসময় আমাদের সকলের হৃদয়ে বিরাজ করবেন। মহানায়ক উত্তম কুমার চিরদিন মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।

## রাহুল গান্ধীর কোনও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নেই ঃবাঁশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনায় সরব হয়েছেন বিজেপি নেত্রী বাঁশুরি স্বরাজ। তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধীর কোনও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নেই। মহারাষ্ট্রের পুনেতে রাহুল গান্ধীর 'ছাত্র কি গুঞ্জ' কর্মসূচির প্রেক্ষিতে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, গত ২২ আগস্ট বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দেশে একটি নতুন মিথ্যা বয়ান তৈরির চেষ্টা করেছেন। তিনি 'পিতৃতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার' কথা বলেন-একটি এমন ভাবনা যা আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। তবে আমি রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই,আপনি কি 'পিতৃতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দেওয়া'-র এই স্লোগানটিকে কেবল পুনের মঞ্চেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন? আর আপনি কি নিজের দল কংগ্রেসের ভেতরেই রাজনৈতিক পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন? রাহুল গান্ধীর কোনও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি বা ইতিবাচক কর্মসূচি নেই। ফলে, তাঁর গবেষণা দল তাঁকে যে সব তথ্য বা নোট ধরিয়ে দেয়, তা ব্যবহার করেই তিনি দেশের যুবসমাজ ও সম্মানিত ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আসুন অতীতের কাজের খতিয়ান দেখা যাক-আসুন কংগ্রেস দলের 'রিপোর্ট কার্ড' বা কাজের মূল্যায়নটি একবার দেখে নেওয়া যাক। কারণ, কেউ যদি সত্যিই পিতৃতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিতে চান, তবে রাহুল গান্ধীর উচিত কংগ্রেস দল থেকেই সেই কাজ শুরু করা। ২২ আগস্ট পুনের মঞ্চে তিনি সেই কথা বলেছিলেন অথচ তার মাত্র দশ দিন আগেই তিনি একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর-বিশেষ করে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির-উদ্দেশে করা এক কুরুচিপূর্ণ রসিকতায় অংশ নিয়েছিলেন। বিষয়টি ছিল অনেকটা 'লকার রুমে' ছেলেদের নিজেদের মধ্যে করা কথাবার্তার মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি সস্তা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ও চাঞ্চল্য সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েছিলেন।

## তপশিলি জাতি-উপজাতি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ঝাড়গ্রামে সচেতনতা শিবির

ঝাড়গ্রাম, ৩১আগস্ট ঃ নতুন করে শিল্প বা ব্যবসা শুরু করতে ইচ্ছুক তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে সরকারি সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যুক্ত করতে ঝাড়গ্রামে বিশেষ সচেতনতা ও সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দফতরের নতুন প্রশাসনিক ভবনের পঞ্চম তলার অডিটোরিয়াম হলে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের জাতীয় তপশিলি জাতি-উপজাতি হাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে নতুন ও পুরনো-দুই ধরনের উদ্যোক্তাদেরই বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। শিল্প বা ব্যবসা শুরু করতে সরকারি নিয়ম, প্রয়োজনীয় নথি, ব্যাঙ্ক ঋণ ও ভর্তুকি পাওয়ার পদ্ধতি এবং সরকারি বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। শিবির থেকেই ‘ পোর্টালে নাম নথিভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি সরকারি ই-বাজার ব্যবস্থাতেও বিনামূল্যে সরাসরি নথিভুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়।ব্যবসা সম্প্রসারণে ডিজিটাল বিপণনের গুরুত্ব নিয়েও উদ্যোক্তাদের সচেতন করা হয়। অনলাইনে পণ্য বিক্রি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা।শিবিরে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচির আওতায় আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, উপাদনমূলক শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ রয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতি-সহ বিশেষ শ্রেণির আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ৫ শতাংশ নিজস্ব অর্থ দিতে হয়। এছাড়া শহরাঞ্চলে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকির সুযোগ রয়েছে বলেও জানানো হয়।ঝাড়গ্রাম জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার প্রসূনকুমার ঘোষ বলেন, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু ইতিমধ্যে ব্যবসা করছেন এমন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা নয়। ঝাড়গ্রামের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ নতুন করে শিল্প বা ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাঁদেরও সরকারি সুযোগ-সুবিধার আওতায় নিয়ে আসাই অন্যতম লক্ষ্য।তিনি জানান, ‘ নথিভুক্তি, সরকারি ই-বাজারে নাম তোলা, ব্যাঙ্ক ঋণ ও ভর্তুকি-সহ শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সরাসরি সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে জেলায় নতুন শিল্পোদ্যোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ছোট ব্যবসাগুলিও আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।কর্মসূচিতে জাতীয় তপশিলি জাতি-উপজাতি হাবের স্টেট হেড বিজয় রুদ্র পাল, স্টেট ব্যাঙ্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি সংস্কার) লক্ষণ পেরুমল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শান্তিরাম গড়াই, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সেলের প্রকল্প অধিকর্তা জগন্নাথ ভড়-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। শিবিরে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচির আওতায় আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, উৎপাদনমূলক শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে

## সম্পর্ক-ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন ২০২৬-এর সূচনা কলকাতায়

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন দিশা দিতে এবং সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ‘ ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন ২০২৬’-এর সূচনা হয়েছে কলকাতায়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের মাধ্যমে কলকাতা তথা পূর্ব ভারতকে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হবে। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেঃটারে শুরু হওয়া এই সম্মেলনে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিশদে আলোচনা করা হবে।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল আমরা যা গ।ে তুলেছি তা রক্ষা করাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং এই সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারিত করাই আমাদের দায়িত্ব। বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি, জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে জ্বালানি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থেকে সৃজনশীল শিল্প-সব ক্ষেত্রেই এই সম্পর্ক বিস্তৃত। পাশাপাশি, সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগের পাশাপাশি ব্যবসায়িক ও জন-মানুষের মধ্যকার অংশীদারিত্বও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, ভারত ও রাশিয়া ব্রিকস, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো বিভিন্ন মঞ্চের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে এবং একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।ডঃ সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, ২০০০ সালে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ঘোষণা স্বাক্ষরিত হওয়া এবং ২০১০ সালে তা ‘ বিশেষ ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব’-এর স্তরে উন্নীত হওয়ার পর থেকে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা ৬৮.৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁ।িয়েছে। সুকান্তর কথায়, এর অর্থ হলো আমাদের অঞ্চল, শিল্প ও বাজারগুলিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি নিয়ে আসা। দীর্ঘকাল ধরেই ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো জ্বালানি ক্ষেত্র। তবে বর্তমানে জ্বালানি বিষয়ক সহযোগিতাকে প্রথাগত হাইড্রোকার্বনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

## জম্মুতে নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জার বিরুদ্ধে অভিযান, ৮টি রোল বাজেয়াপ্ত

জম্মু, ৩১ আগস্ট ঃ নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক চিনা প্লাস্টিক মাঞ্জার বিক্রি, মজুত ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল জম্মু পুলিশ। জানিপুর থানার পুলিশ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং তাঁদের কাছ থেকে চিনা মাঞ্জার ৮টি রোল উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে।বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জানিপুর থানার একটি দল অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করে। তাঁদের পরিচয় মণীশ সিং, দীনেশ রোকায়া এবং অর্জুন হিসেবে জানা গিয়েছে। তল্লাশির সময় তাঁদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ চিনা প্লাস্টিক মাঞ্জার ৮টি রোল বাজেয়াপ্ত করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জন-নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চিনা মাঞ্জার বিক্রি, মজুত ও ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ধারালো এবং পচনশীল নয় এমন এই সিন্থেটিক সুতো পথচারী, বাইকচালক ও শিশুদের গুরুতরভাবে আহত করতে পারে। এমনকি এর কারণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে। পাশাপাশি পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর জন্যও এটি বড়সড় বিপদ তৈরি করে।এই ঘটনায় জানিপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# ঐক্য ও বিশ্বকে সহায়তা করাই ভারতের সংস্কৃতি ঃমোহন ভাগবত

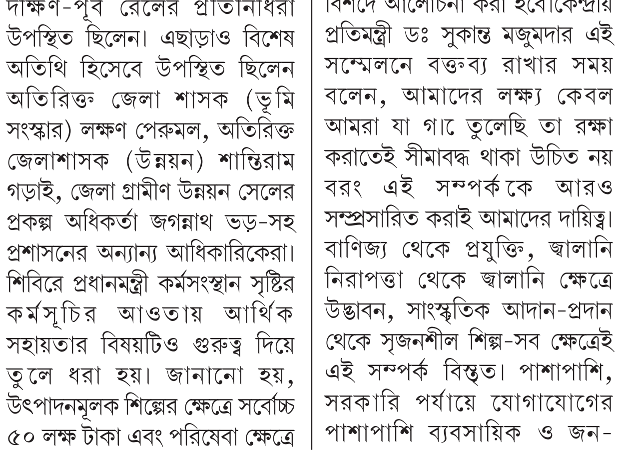

টরন্টো, ৩১ আগস্ট ঃ ঐক্য ও বিশ্বকে সহায়তা করাই ভারতের সংস্কৃতি, কানাডার টরন্টোতে এই বার্তা তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, যখন আমি 'হিন্দু' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখন একে কোনও নির্দিষ্ট ভাষা, উপাসনা পদ্ধতি অথবা জীবনযাত্রার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এর মধ্যে এসব কিছুই অন্তর্ভুক্ত-এগুলি আসলে মানুষের বৈচিত্র্য। হিন্দুরা সবকিছুর প্রতিই শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানায়।মোহন ভাগবত বলেন, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে কেউ যদি নিগৃহীত হয়েছেন, তবে তিনি একমাত্র ভারতেই আশ্রয় পেয়েছেন। বাইরে থেকে অনেকে আক্রমণকারী হিসেবে ভারতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা এখনও নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেই সেখানে সমৃদ্ধ জীবনযাপন করছেন। তাঁরা এখন ভারতীয় নাগরিক। সেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিরাও রয়েছেন। অনেকেই আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে আসেন।ভারতীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার টরন্টোতে আয়োজিত 'হিন্দু বিশ্ব বন্ধু - বন্ধুত্ব দিয়ে বিশ্বকে আপন করে নেওয়া' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, ভারতকে কেউ হয়তো মহাশক্তি বলতে পারেন, কিন্তু আদতে তা এমন ছিল না। ভারত বিশ্বের সেবা করেছে এবং নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সে 'বিশ্বগুরু' হয়ে উঠেছে, 'মহাশক্তি' নয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা মেক্সিকো থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁরা পায়ে হেঁটে হিমালয় পাড়ি দিয়েছেন, ছোট নৌকায় করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছেন, কিন্তু কোনও দেশ জয় করেননি। তাঁরা জ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ ছ।িয়ে দিয়েছেন এবং সভ্যতার মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। আজও যখন কোনও সাধারণ ভারতীয় কোনও দেশে যান, সেখানকার মানুষ তাঁকে নমস্কার জানান।মোহন ভাগবত আরও বলেন, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যখনই ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে, ভারত কখনোই তা প্রত্যাখ্যান করেনি এমনকি কোনও অনুরোধ ছাড়াই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এটাই আমাদের ঐতিহ্য, এটাই ভারতের ডিএনএ। এই কারণেই হয়তো আপনারা সেই প্রবাদটি শুনেছেন-'হিন্দুরা জেগে উঠলে বিশ্বও জেগে ওঠে'। ভারতে বৈচিত্র্য কখনোই ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না আমাদের ঐতিহ্য আমাদের শেখায় যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল ঐক্যই নিহিত নয়, বরং বৈচিত্র্য নিজেই ঐক্যের একটি রূপ।

# শেয়ার বাজারে শুরুতেই ধস, সেনসেক্স ও নিফটিতে পতন

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃসপ্তাহের শুরুতেই শেয়ার বাজারে মন্দার চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা দিয়ে লেনদেন শুরু হয়। বাজার খোলার পর কেনাকাটার সামান্য সমর্থনে সেনসেক্স ও নিফটি সাময়িকভাবে কিছুটা উঠলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় শেয়ার বিক্রির চাপ। লাগাতার শেয়ার বিক্রির ফলে দুই প্রধান সূচকের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। সকাল ১০টা নাগাদ সেনসেক্স ০.৫০ শতাংশ এবং নিফটি ০.৫৯ শতাংশ কমে লেনদেন করছিল।বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স সূচক এদিন ১৩৩.৭৮ পয়েন্ট (০.১৭) কমে ৭৭,১৩০.৭৩ পয়েন্টে খুলেছিল। লেনদেনের শুরুতে কিছু কেনাকাটার দৌলতে তা লাফিয়ে ৭৭,১৭৭.২৭ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছায়। তবে এরপরই শুরু হয় শেয়ার বিক্রির ঢেউ। ধারাবাহিক বিক্রির চাপে সেনসেক্স দ্রুত খসতে শুরু করে। সকাল ১০টা পর্যন্ত কেনাবেচার পর সেনসেক্স ৩৮৬.৪৯ পয়েন্ট (০.৫০) কমে ৭৬,৮৭৮.০২ পয়েন্টের স্তরে নেমে আসে।একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি সূচকও ৫৮.১০ পয়েন্ট (০.২৪) কমে ২৪,১১৭.৫৫ পয়েন্টের স্তরে লেনদেন শুরু করে। সূচনার পর কেনাকাটার জোড়ে এটি ২৪,১২৮.৭০ পয়েন্ট পর্যন্ত উঠলেও, পরবর্তী সময়ে টানা সেলিং প্রেসিওর বা বিক্রির চাপে তা খসতে শুরু করে। সকাল ১০টা পর্যন্ত লেনদেনে নিফটি ১৪৩.১৫ পয়েন্ট (০.৫৯) ভেঙে ২৪,০৩২.৫০ পয়েন্টের স্তরে নেমে আসে।সকালের লেনদেন পর্যন্ত শেয়ার বাজারের মোট ২,৯৩৬টি শেয়ারে সক্রিয় কেনাবেচা চলছিল। এর মধ্যে ৮৯৪টি শেয়ার লাভে থেকে সবুজ চিহ্নে এবং ২,০৪২টি শেয়ার লোকসানে লাল চিহ্নে লেনদেন করছিল। সেনসেক্সের ৩০টি প্রধান শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৩টি শেয়ার সবুজ চিহ্নে ছিল, বাকি ২৭টি শেয়ার ছিল লাল চিহ্নে। অপরদিকে, নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৭টি শেয়ার সবুজ এবং ৪৩টি শেয়ার লাল চিহ্নে লেনদেন করছিল।সকাল ১০টা পর্যন্ত লেনদেনের নিরিখে এইচডিএফসি ব্যাংক, বাজাজ অটো, কোল ইন্ডিয়া, ওএনজিসি এবং অ্যাপোলো হসপিটালের শেয়ার ১.৫৮ শতাংশ থেকে ০.২৫ শতাংশ পর্যন্ত ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। অন্যদিকে, আদানি এন্টারপ্রাইজ, হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ, টাটা স্টিল, শ্রীরাম ফাইন্যান্স এবং ইনফোসিসের শেয়ার ৩.০৫ শতাংশ থেকে ২.১৯ শতাংশ পর্যন্ত পতনের মুখে পড়েছে।

## রাশিফল

**মেষঃ** আজ আপনার উদ্যম ও উৎসাহ অত্যন্ত বেশি থাকবে। নতুন ধারণা ও প্রকল্প নিয়ে কাজ করার এটাই সঠিক সময়। দলের সহযোগিতায় আপনার পরিকল্পনাগুলি সফল হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজের দৈনন্দিন রুটিনে নিয়মিততা বজায় রাখুন।
**বৃষঃ** আটকে থাকা কোনও কাজ আজ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি বেশ শুভ। অপ্রয়োজনীয় খরচ করবেন না। তাতে ভবিষ্যতে আর্থিক সংকট হতে পারে। বিনিয়োগ করলে বিশেষ লাভ পেতে পারেন। পরিবারের কারও সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। শুভদিন হবে।
**মিথুনঃ**ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগের দিকে নজর দিন, কারণ আপনার কথোপকথন থেকে তৈরি হওয়া গভীর চিন্তাভাবনা আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
**কর্কটঃ**নিজের কর্তব্য থেকে কখনও পিছু হঠবেন না। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় অর্থ সঞ্চয় হওয়ার যোগ। সংসারে শান্তি হতে পারে।
**সিংহ ঃ** আজকের দিনটি আকর্ষণীয় এবং সুযোগে ভরপুর হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে, যা আপনাকে যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম করবে।
**কন্যাঃ** আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। আপনাদের মধ্যে কারোর গয়না বা ঘরের সরঞ্জাম কেনার সম্ভাবনা আছে।
**তুলাঃ**আজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক ও ভারসাম্যপূর্ণ দিন হবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখার আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। সংসারে শান্তি।
**বৃশ্চিকঃ** স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি উচ্চ উদ্যমের সঙ্গে শুরু করুন। ধ্যান ও যোগাসন করলে মানসিক শান্তি পাবেন। বিশেষ করে, আপনি যদি কর্মজীবনে পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাহলে আজ ভালো কোনও প্রস্তাব পেতে পারেন।
**ধনুঃ** আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। আপনার উসাহ ও শক্তির মাত্রা উচ্চ থাকবে, যা আপনাকে দ্রুত নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
**মকরঃ**কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। আর্থিক উন্নতি।
**কুম্ভঃ** স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আজ, আপনি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন।।
**মীনঃ**মীন রাশির জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ। উপার্জন বাড়তে পারে। নতুন কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলোচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হতে পারে। প্রেম হবে

## আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। সোমবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হয়েছে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তুলনামূলকভাবে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবারও বৃষ্টি হবে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৭টা ৪১মনিট এবং রাত ০৯টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

## উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ পালন করবে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ ক্রেতাদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ পালন করবে। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে প্রস্তাবিত এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ মধ্য কলকাতার হগ মার্কেটে রাজ্যস্তরে সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। এই কর্মসূচিতে সাধারনত পন্যের সঠিক ওজন, মূল্য, পরিমাপের পদ্ধতি, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে ক্রেতাদের সচেতন করা হয়।

## রাজ্য সরকার মেধার সঙ্গে কোনো আপস করবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার মেধার সঙ্গে কোনো আপস করবে না। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের বিকেন্দ্রীভূত কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই যেসব ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরাও কমন অনলাইন ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। এর জন্য সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি ও সূচি শীঘ্রই প্রকাশ করবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার মেধার সঙ্গে আপস করবে না। একইসঙ্গে কলেজভিত্তিক ভর্তির নামে মেধা তালিকায় না থাকা পড়ুয়াদের ভর্তিরও নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষে সরকার। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের এ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী।

## ভেহিকল লোকেশন ট্রাকিং ডিভাইস লাগানোর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ রাজস্ব ক্ষতির সঙ্গে অবৈধ ও অননুমোদিত খনিজ পরিবহন প্রতিরোধ করতে রাজ্য সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র খনিজ পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত সব যানবাহনে আবশ্যিকভাবে ভেহিকল লোকেশন ট্রাকিং ডিভাইস লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি নজরদারি ও কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে খনিজ পরিবহনের অনুমতি পত্রে লিখিত শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন নিশ্চিত করতে পারবে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগটি খনিজ প্রশাসনে ডিজিটাল ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে।

## ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে বৈঠক রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে আগামীকাল বিকালে স্বাস্থ্যভবনে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে কলকাতা, হাওড়ার পুর কমিশনারদের পাশাপাশি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব, দপ্তরের আধিকারিক, কলকাতা লাগোয়া একুশটি পুরসভার নির্বাহী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। বৈঠকে পুর ও নগর উন্নয়ন, সেচ, পরিবহন ও রেল দপ্তরের আধিকারিকদেরও আসতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

# শহর ও শহরতলী

## ব্রেথ অ্যানালাইজারের পরিমাপে গরমিল, পুজোর আগেই ২০০ যন্ত্রের মান যাচাই লালবাজারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে, আচরণেও স্পষ্ট মদ্যপানের লক্ষণ। কিন্তু ব্রেথ অ্যানালাইজারে ধরা পড়ছে তুলনামূলক কম মাত্রা। এমন পরিস্থিতিতে মদ্যপ গাড়ি ও বাইকচালকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সমস্যায় পড়ছেন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। এবার সেই সমস্যা দূর করতে পুজোর আগেই কলকাতা পুলিশের হাতে থাকা প্রায় ২০০টি ব্রেথ অ্যানালাইজারের পরিমাপের মান নির্ধারণ বা ক্যালিব্রেশন করার উদ্যোগ নিচ্ছে লালবাজার। এই কাজের জন্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সামনেই দুর্গাপুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে মানুষের ভিড় এবং যান চলাচল যেমন বাড়ে, তেমনই উৎসবের মরশুমে মদ্যপান করে গাড়ি বা বাইক চালানোর প্রবণতাও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের। দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো, ছটপুজো, বড়দিন এবং বর্ষবরণের সময়েও শহরের রাস্তায় রাত পর্যন্ত যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে। ফলে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রুখতে আগেভাগেই নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার। ইতিমধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন থানা এবং ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। পুজোর সময় সেই নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। নাকা চেকিংয়ের সময় কোনও গাড়ি বা বাইক থামানোর পর চালকের মুখের সামনে ব্রেথ অ্যানালাইজার ধরে মদ্যপানের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত যন্ত্রের নির্দিষ্ট দূরত্বে মুখ রেখে ফুঁ দিতে বলা হয়। আধুনিক ব্রেথ অ্যানালাইজারের মাধ্যমে চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কি না, তা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী, যন্ত্রে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি পরিমাপ ধরা পড়লে চালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হয়। পরিমাপ বেশি হলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি বা বাইক আটকে রাখা হতে পারে। ওই অবস্থায় চালককে আর রাতে গাড়ি চালাতে দেওয়া হয় না। প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আরও পরীক্ষা করানো হয়। মূল লক্ষ্য একটাই-মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। তবে পুলিশের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে কিছু ব্রেথ অ্যানালাইজারের পরিমাপের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের মনে হয়েছে, চালক মদ্যপান করেছেন। মুখ থেকেও মদের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যন্ত্রে যে পরিমাণ মদ্যপানের মাত্রা দেখিয়েছে, তা চালকের শারীরিক পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি মেলেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যন্ত্রের পরিমাপ নির্ভুল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্রেথ অ্যানালাইজারের রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে যন্ত্রের পরিমাপে কোনও অসঙ্গতি থাকলে আইনি পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই কারণেই এবার হাতে থাকা প্রায় ২০০টি ব্রেথ অ্যানালাইজারের ক্রমাঙ্কন বা ক্যালিব্রেশন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার। যন্ত্রগুলির পরিমাপের মান নির্ধারণের পাশাপাশি সেগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তাও যাচাই করা হবে। পুজোর আগে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রয়েছে পুলিশের। উৎসবের মরশুমে মদ্যপ চালকদের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর নজরদারি চালানো এবং দুর্ঘটনা রুখতেই এই উদ্যোগ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

## এক বছরের ব্যবধানে একই দোকানে ফের আগুন, শিয়ালদহে অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃচলতি মাসেই তারাপীঠ এবং নিউ মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ১৮ জন। পরপর দুই অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি এখনও তাজা। তার মধ্যেই সোমবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগার ঘটনায় ফের সামনে এল অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশন চত্বরে আতঙ্ক তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। তবে আগুন নেভানোর সময় স্টেশনের জল সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় জল না পাওয়ার অভিযোগকে কেঃদ্র করে দমকল এবং রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের ওই খাবারের দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। তবে দমকল আধিকারিকদের অভিযোগ, স্টেশন চত্বরের পাইপলাইন থেকে তাঁরা কোনও জল পাননি। ফলে আগুন নেভানোর জন্য দমকলের ইঞ্জিনে থাকা জলই ব্যবহার করতে হয়েছে। স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় এমন পরিস্থিতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা বেশি সময় ও পরিশ্রম করতে হয়েছে বলেই দাবি দমকলের। শুধু জল সরবরাহ নিয়েই নয়, ওই খাবারের দোকানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন দমকল আধিকারিকরা। দোকানটিতে প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না, থাকলেও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ শিয়ালদহের মতো ব্যস্ত রেল স্টেশনে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। সেখানে কোনও দোকানে আগুন লাগলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। দমকলের অভিযোগের বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা প্রাথমিকভাবে খারিজ করেন। ডিআরএমের বক্তব্য, বিষয়টি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে না দেখে এখনই কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, ঘটনাটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর্যায়ে যায়নি। মূলত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। জানা গিয়েছে, যে খাবারের দোকানে সোমবার আগুন লাগে, সেখানে গত বছরও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। এক বছরের মধ্যে একই দোকানে ফের আগুন লাগায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে দোকানটির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে দোকান মালিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবারের আগুনে দোকানটি কার্যত সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। আগুনের তীব্রতায় দোকানের চিমনিও ভেঙে পড়েছে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল, নাকি অন্য কোনও কারণে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল আধিকারিকরা। পাশাপাশি দোকানটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং স্টেশনের জল সরবরাহ নিয়েও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর শিয়ালদহের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন চত্বরে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন ওঠায় বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

## কংগ্রেসের পার্টি অফিসে একের পর এক হাতবদল, নওদার ঘটনায় হাই কোর্টের কটাক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদের নওদায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় বেদখল হওয়ার অভিযোগ ঘিরে মামলা গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। কংগ্রেসের অভিযোগ, একসময় তৃণমূলের দখলে থাকা ওই দলীয় কার্যালয় বর্তমানে এনসিপিআইয়ের দখলে রয়েছে। পার্টি অফিসটি ফেরত পাওয়ার দাবিতে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর করা মামলায় আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাই কোর্ট। মামলার শুনানিতে কার্যালয়ের একের পর এক হাতবদলের প্রসঙ্গ উঠে আসতেই বিষয়টিকে রসিকতার সুরে দিল্লির মসনদের সঙ্গে তুলনা করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

মামলার শুনানিতে বিচারপতির মন্তব্য, ' দেখে দিল্লির মসনদ মনে হচ্ছে, প্রথমে ঘোরি দখল নিল, তার পর সুলতান, তার পর মোঘল, শেষে ব্রিটিশ।'' আদালতের এই মন্তব্যের পর নওদার ওই দলীয় কার্যালয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালে নওদায় দলীয় কার্যালয় তৈরির উদ্দেশ্যে একটি বাড়ি কেনে জাতীয় কংগ্রেস। দীর্ঘদিন ওই বাড়িটিই কংগ্রেসের স্থানীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের অন্যতম কেঃদ্র ছিল। পরবর্তী সময়ে দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তন আসে। ২০১৮ সালে কংগ্রেস নেতা আবু তাহের তৃণমূলে যোগ দেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, তাঁর দলবদলের পর ওই পার্টি অফিসের দখল নেয় তৃণমূল। এর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ফের দলীয় কার্যালয়টি নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পার্টি অফিস ফেরত চেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি বলে কংগ্রেসের দাবি। শেষ পর্যন্ত গত ৮ অগস্ট কংগ্রেসের সমর্থকেরা ওই কার্যালয় দখলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যান। কংগ্রেসের অভিযোগ, ওই সময় আবু তাহেরের দলীয় কার্যালয় রক্ষা করতে পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। ফলে কংগ্রেস সমর্থকেরা তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেননি বলে অভিযোগ। এদিকে, আবু তাহের বর্তমানে এনসিপিআইয়ের সদস্য। কংগ্রেসের দাবি, তৃণমূলের পর বর্তমানে ওই কার্যালয় এনসিপিআইয়ের দখলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলীয় কার্যালয় ফেরত পাওয়ার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হন অধীররঞ্জন চৌধুরী। মামলার শুনানির সময় আদালতের সামনে নওদার ওই কার্যালয়ের মালিকানা ও দখল নিয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসে। কংগ্রেসের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০২ সালে কেনা বাড়িটি তাদের দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলবদলের সঙ্গে সঙ্গে সেটির দখলও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে কংগ্রেসের দখলে থাকা কার্যালয় তৃণমূলের হাতে যায় এবং পরে তা এনসিপিআইয়ের দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

এই একের পর এক হাতবদলের বিষয়টি শুনেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য দিল্লির মসনদের সঙ্গে তুলনা করেন। তবে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই মুহূর্তে ওই দলীয় কার্যালয় নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়ার অবস্থায় নেই হাই কোর্ট। মামলাকারী চাইলে সিভিল কোর্টে গিয়ে প্রতিকার চাইতে পারেন বলেও জানানো হয়েছে। ফলে নওদায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ফেরত পাওয়ার বিষয়টি আপাতত আদালতের নির্দেশে কোনও সুরাহা পেল না। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যালয় নিয়ে ভবিষ্যতে আইনি ও রাজনৈতিক টানাপো।নে কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

## ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দফতরের ভবনে দমকলের ফায়ার অডিট, খতিয়ে দেখা হল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের পর এ বার ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনে গেল দমকল। সঙ্গে ছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। এই ভবনের সাত এবং আট তলায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস। সোমবার দুপুরে আচমকা দমকল ও পুলিশের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তবে দমকলের দাবি, কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান নয়। নিয়মমাফিক ফায়ার অডিটের অংশ হিসাবেই ভবনটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। সোমবার দুপুরে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দমকল আধিকারিকেরা ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বহুতলে পৌঁছন। প্রথমে তাঁরা ভবনের বাইরের অংশ ঘুরে দেখেন। এর পর একে একে ভবনের বিভিন্ন তলায় গিয়ে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করেন। ভবনের সাত এবং আট তলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস রয়েছে। ওই দুই তলাতেও পৌঁছে যান দমকল আধিকারিকেরা। সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার পাশাপাশি ' অ্যালার্ম' ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। ভবন নির্মাণের সময় যে নকশা এবং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে নির্মাণ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা। নকশার বাইরে পরবর্তী সময়ে কোনও অংশ নির্মাণ করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে পরিদর্শন করা হয়। ভবনের বাইরের একটি শেড নিয়েও দমকল আধিকারিকেরা আপত্তি জানান বলে জানা গিয়েছে। এর পর দমকলের দল ভবনের বেসমেন্টে যায়। ওই অংশে রয়েছে পার্কিং ব্যবস্থা। আপকালীন পরিস্থিতিতে বেসমেন্ট থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা, আগুন নেভানোর পরিকাঠামো এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ রয়েছে কি না, তা খুঁটিয়ে দেখা হয়। বেসমেন্টে থাকা একটি জলের পাম্পও পরীক্ষা করেন দমকল আধিকারিকেরা। দমকলের আধিকারিক সরোজ বাগ জানান, এটি নিয়মমাফিক ফায়ার অডিট। তাঁর বক্তব্য, ভবনের প্রতিটি তলায় গিয়ে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভবনটি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কি না এবং নকশার বাইরে পরে কোনও অংশ নির্মাণ করা হয়েছে কি না, তা দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম ও ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে কি না, সেটিও পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় কোনও গাফিলতি বা অনিয়ম চোখে পড়লে তা জানানো হবে বলেও জানান তিনি। দমকল আধিকারিকদের বক্তব্য, এই ধরনের ফায়ার অডিট কোনও একটি নির্দিষ্ট ভবনকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ নয়।

## জুয়া-সাট্টার কারবার বন্ধে পুলিশের অভিযান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,৩১ আগস্ট ঃ এলাকায় জুয়া ও সাট্টার কারবার বন্ধ করতে অভিযানে নামলো জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে রবিবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,এই অভিযানের সময় জয়নগর থানার খাকুড়দহ বাজার এলাকায় জুয়া ও সাট্টার আসর চালানোর অভিযোগে কেষ্ট নস্কর (৫৩) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে জয়নগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত কেষ্ট নস্করের বাড়ি জয়নগর থানার নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাপুকুরিয়া নস্করপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জুয়া ও সাট্টার মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

## ঝিল থেকে মধ্যবয়সী ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাংদমারি, ৩১ আগস্ট ঃ ঝিল থেকে মধ্যবয়সী ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বেলু।রে চাঁদমারিতে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় .জানার চেষ্টা করছে নিশ্চিঃদা থানার পুলিশ। সোমবার সকালে হাও।ার বেলুড়ের চাঁদমারি এলাকায় রাজার ঝিল থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের নজরে আসে ঝিলের জলে এক ব্যক্তির দেহ ভাসছে। খবর দেওয়া হয় নিশ্চিন্দা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তা পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি মধ্যবয়সী। তবে তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল এবং কীভাবে তিনি ঝিলে এলেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখার চেষ্টা করছে বলে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

**স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেড**
পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কক্ষ নং ২৪
কলকাতা-৭০০০৭২, ফোনঃ ২২৮২-৫০২০২২৮০-৫০২২
CIN: L51311WB1984PLCO50209
ই-মেইলঃ parida.1995@rediffmail.com ওয়েবসাইটঃwww.spanglemarketing.in

**৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য ও বুক ক্লোজার-এর তারিখসমূহ**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার দুপুর ১২.৩০-এ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় তলা, কক্ষ নং ২৪, কলকাতা-৭০০ ০৭২-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আলোচ্য সাধারণ বিষয়াবলি সম্বলিত সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যের ই-মেইলে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট দের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য সকল সদস্যের কাছে তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় অনুমোদিত উপায়ে এগুলোর মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা (সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধির সাথে পঠিত) এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলোর ওপর ভোট প্রদানের সুযোগ প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন (রিমোট ই-ভোটিং)। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

(ক) সভার বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spanglemarketing.in)-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সভার তারিখ পর্যন্ত যেকোনো কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) ও যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তার ওয়েবসাইটেও উক্ত নথিপত্রগুলি পর্যালোচনার জন্য উপলব্ধ থাকবে।
(খ) সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সহ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটদান) সুবিধাটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে আর 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুযোগ থাকবে না।
(গ) ই-ভোটিং সুবিধা সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলির জন্য সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার (কক্সগ্ব) বিজ্ঞপ্তিটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। 'রিমোট ই-ভোটিং' নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' (Downloads) বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি' (FAQ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০-এ কল করতে পারেন কিংবা www.evotingindia.com ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।
(ঘ) সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত কোনো সদস্য নিজের পরিবর্তে সভায় উপস্থিত হয়ে 'পোল'-এর (poll) মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য একজন 'প্রক্সি' (প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে পারেন এক্ষেত্রে প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রক্সি নিয়োগের নথিটি বৈধ বলে গণ্য হওয়ার জন্য সভা শুরুর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
(ঙ) যেসব সদস্য ইতিমধ্যে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
(চ) সভায় ব্যালট বা 'পোল'-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার সময় 'পোল'-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২ অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (Share Transfer Books) ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (মঙ্গলবার) থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সোমবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে, সদস্য বা বেনিফিশিয়াল ওনাররা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ সহকারী ব্যবস্থাপক, এনএসডিএল (NSDL), ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০ ০১৩ ফোনঃ০২২-২৪৯৯৪৭৩৮, ই-মেইলঃ **evoting@nsdl.co.in**

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে স্প্যাঙ্গল মার্কেটিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
কোম্পানি সচিব
M.No-ACS65846
স্থান-কলকাতা
তারিখ-৩১.০৮.২০২৬

**জে আর ডি ফাইন্যান্স লিমিটেড**
**রেজি,অফিসঃ** ১ / ১এ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, ৫ম তলা, রুম নং ৫জি,
কলকাতা - ৭০০০৭২
**ইমেইল আইডিঃ** fin.jrd@gmail.com **ওয়েবসাইটঃ** www.jrdfinance.com
CIN : L65999WB1993PLCO58107

**বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার**

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি তার ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উত্থাপিত সকল প্রস্তাবের বিষয়ে সদস্যদের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে সভাটি ২০২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল ১১.০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
২১শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ (Attendance slips), প্রক্সি ফর্ম এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jrdfinance.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি তার সকল সদস্যকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের (যার মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে এজিএম-এ ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলোঃ-
(i) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল (CDSL) কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিকেল ৫.০০টার পর আর কাউকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো প্রস্তাবের (resolution) ওপর সদস্যরা একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।
(ii) ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের (কাট-অফ ডেট) মধ্যে কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা-তা ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) যে রূপেই হোক না কেন-ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। এজিএম (AGM)-এর নোটিশ পাঠানোর সময় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে যাদের নাম তালিকায় ছিল, সেই সকল সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠানো হয়েছে।
(iii) কোম্পানি এজিএম-এ ব্যালট পেপার বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ব্যালট বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
(iv) যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
(v) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ব্যালটপোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যার নাম ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের (কাট-অফ ডেট) মধ্যে সদস্য রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনারদের (beneficial owners) তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evotingcdslindia.com ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) জন্য সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি (Share Transfer Books) ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

**জে আর ডি ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে**
**স্বাক্ষর-**
**(প্রিথা সিনহা পান্ডে)**
**কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০৮.২০২৬

**প্রন্টো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড**
CIN: L67120WB1982PLCO35476
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ সেন্টার পয়েন্ট, ২১, হেমন্ত বসু সরণি,
তৃতীয় তল, কক্ষ নং- ৩০৬, কলকাতা- ৭০০০০১
**ইমেলঃ** investors.pronto@gmail.com **ওয়েবসাইটঃ** www.pisl.in **টেলিফ্যাক্সঃ** ০৩৩-৯৮৩০৬৫৬২০০

**৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'প্রন্টো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী **২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার দুপুর ১.০০টায় সেন্টার পয়েন্ট, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তল, কক্ষ নং-৩০৬, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ**-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আলোচ্যসূচিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।আরও জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ৯১ নম্বর ধারা এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালার (Listing Regulations) ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির **'সদস্যদের রেজিস্টার'** (Register of Members) **এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি'** (Share Transfer Books) **১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার) থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি** (যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত) এবং সেবি (তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধানের বিধানাবলি মেনে কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং' বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি এই ই-ভোটিং পরিষেবার জন্য 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড' (CDSL)-এর সহায়তা গ্রহণ করেছে।
আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ
I. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হলো বৃহস্পতিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬
II. দূরবর্তী ই-ভোটদান সোমবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় শেষ হবে
III. সদস্য অবগত হবেন যেঃ
ক)ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর CDSL কর্তৃক 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) মডিউলটি প্রদর্শন করা হবে এবং কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না
খ)বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধাও রাখা হবে।
গ)যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরাও সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
ঘ)শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই-যাঁর নাম 'কাট-অফ' তারিখে (নির্ধারিত চূড়ান্ত তারিখে) সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার' বা প্রকৃত মালিকের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে-বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
ঙ)বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর 'স্ক্রুটিনাইজার' (যাচাইকারী কর্মকর্তা) প্রথমে সভায় প্রদত্ত ভোটগুলো গণনা করবেন এবং এরপর-কোম্পানির কর্মচারী নন এমন অন্তত দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে-সভার সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে (যদি থাকে) প্রদত্ত মোট ভোটের বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। এই প্রতিবেদনটি চেয়ারম্যান অথবা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পেশ করা হবে তাঁরা প্রতিবেদনটিতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং অবিলম্বে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

**বার্ষিক সাধারণ সভায় (সভা) উপস্থিত থাকার ও ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো সদস্য নিজের পরিবর্তে সভায় উপস্থিত হতে এবং ভোটগ্রহণের সময়** (poll) **ভোট দিতে একজন প্রতিনিধি** (proxy) **নিয়োগ করতে পারেন উক্ত প্রতিনিধিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। তবে, প্রতিনিধি নিয়োগের দলিলটি সভা শুরুর অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।**

**প্রন্টো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে**
**স্বাক্ষর-**
**সুশীল কুমার আগরওয়াল**
**পরিচালক**
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০৮.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭১ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১৪ ভাদ্র, ১৪৩৩

## সুবিনয় রায়

মৃত সন্তানের দেহের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের শুচিতাকে নষ্ট হতে দেননি! নিজের পুত্রের শবদেহ ঘিরে স্বজনদের সাথে ভাগ্যহারা পিতা সুবিনয় রায়। ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী সবাই গাইছেন 'কত অজানারে'। গান শেষ হলে সুবিনয় রায় বললেন, আর একটা গান হবে। অপর পুত্র সুরঞ্জনকে চাপা স্বরে বললেন, এ বার গানটা তুই ধর তো, আগের গানটার স্কেল ঠিক ছিল না। পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুবিনয় রায়ের কাছে দু'বছর রীতিমত গুরুদক্ষিণা দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন, বয়সে তিনি সুবিনয় রায়ের চেয়ে বড়। পঙ্কজ মল্লিক বলতেন গুরুদক্ষিণা না দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। গানের প্রতি সুবিনয় রায়ের অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে অভিভাবকেরা তাঁকে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাভবন'-এ পাঠান আইএসসি পড়তে। সুবিনয় যে ভাল গাইতেও পারেন, তা প্রথম আবিষ্কার করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্রসংগীতের প্রথিতযশা শিল্পী সুবিনয় রায়ের জীবনে রেডিও অডিশন পর্ব চমকপ্রদ নয় বেশ আশ্চর্যজনক। গান শিখেছেন অনেকের কাছেই। কলকাতায় গিরিজাশঙ্করের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। তিনি বলতেন রোজ একটি করে রবীন্দ্রনাথের গান শোনালে তিনিও একটি গান শেখাবেন। সুবিনয় যতক্ষণ গাইতেন তিনি চোখ বুজে শুনতেন। অপর আর এক গুরু সুরেশ চক্রবর্তী, অনেক দুষ্প্রাপ্য ধ্রুপদ তাঁর কাছে শিখেছেন। তিনি সুবিনয় রায়কে রেডিওতে অডিশন দিতে বললেন এবং সুবিনয় যথারীতি ফেল করলেন। পরেরে বার তিনি বললেন, হাল্কা ধরনের রবীন্দ্রসংগীত 'আধুনিক' বলে গাও, রবীন্দ্রসংগীত বলার দরকার নেই। সুবিনয় অবাক হয়ে বললেন সে কি! এমন হয় নাকি! গুরুর কথা - যা বলছি করে দেখ না। সম্ভবত এই ঘটনা ১৯৪৩ সালের। সুবিনয় গাইলেন ' শীতের হাওয়ায়'। রবীন্দ্রনাথের গানের গলা কেমন ছিল? সুবিনয় বলেছেন, উঁচু সুরের গলা, টপ্পার দানা,মীড় সব মিলিয়ে অপূর্ব। উত্তরায়ণে রিহার্সাল হত,গান শেখাতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শৈলজানন্দ মজুমদার এস্রাব বাজাতেন। সেখানে প্রথমে 'পঞ্চাদশী' গানটি কোরাসে শিখেছিলেন কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত নীলিমা সেনের সঙ্গে। সবাই মিলে কোরাসে আরও শিখেছিলেন ' নিবিড় মেঘের ছায়া' ও ' এসোগো জ্বেলে দিয়ে যাও'। একসময় বি এস সি পড়ার জন্য সুবিনয় রায়কে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। মন খুব খারাপ। প্রিয় শৈলজদা বললেন,তুমি পাশ করে আবার শান্তিনিকেতনে এসো। কলকাতায় সুবিনয় রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ৮ নভেম্বর এক ব্রাহ্ম পরিবারে। আদতে এই বসুরায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের মালুচি গ্রামে। বাবা বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ ও সাহিত্যিক। সে কালের বিখ্যাত আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা 'বার্ড কোম্পানি'র কলকাতার অফিসের চিফ কেমিস্ট। সুবিনয়ের ছেলেবেলা কেটেছিল ব্রাহ্ম জীবনচর্যা, মূল্যবোধ, ব্রাহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতের আবহাওয়ায় মধ্যে। তাঁর মা-মাসিরা গান শিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনের কাছে। মা ছিলেন সুবিনয়ের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সুবিনয় সিটি কলেজে ভর্তি হন আইএসসি পড়তে। কিন্তু গানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে অভিভাবকেরা তাঁকে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাভবন'-এ পাঠান আইএসসি পড়তে। প্রথম রেকর্ড করেছেন কলম্বিয়া লেবেলে। পঙ্কজ মল্লিকে সুবিনয় রায় অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করতেন,আদর করে বলতেন অধ্যাপক।

## কানাইলাল দত্ত

ক্ষুদিরাম বসুর পরই আর একজন বাঙালিকে ফাঁসি দিল বর্বর ব্রিটিশ পুলিশ, জেগে উঠলো সারা ভারত, পুষ্পের পাপড়িতে সেজে উঠলো কালি ঘাটের শ্মশান। ১০ নভেম্বর ১৯০৮, বাংলার অন্যতম বীর, যিনি সারা জীবন অসুস্থতায় থেকেও বীরের মতো লড়াই করেছেন। এবং ফাঁসির রায় শুনেও তিনি কোনো আপিল করেন নি। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়,'' জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি; কানাইএর মত আমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই - প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে।--আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত! তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজশাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা ! কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল; তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে? যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্প, বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই। বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত জন্ম ৩০ শে আগস্ট ১৮৮৮ মৃত্যু ১০ই নভেম্বর ১৯০৮ আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

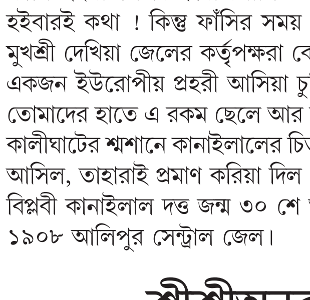

জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে।

# 'উত্তম যুগে'র সৃষ্টি কর্তা স্বয়ং উত্তমকুমারই

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

যদি বলি উত্তম কুমার একজন সাধক ছিলেন। তাহলে নিশ্চয় সবাই অবাক হয়ে যাবেন। উত্তমকুমারকে সাধক বলা কেন? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দেবে। সাধক মানেই কি শুধু তন্ত্রমন্ত্র পড়ে ঈশ্বরের সাধনা করা বা পুজো অর্চনা করে ঈশ্বরকে ডাকা। আসলে সাধক কথাটার মানে বুঝতে আমরা ধরি অন্য অর্থ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পর্যন্ত বলেছিলেন, ঈশ্বর সাধনা করতে প্রয়োজন অর্চনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করছেন। তার সাধনা করতে আমরা সব ক্ষেত্রে গিয়েই উপস্থিত হতে পারি। শিক্ষালাভ করে ঈশ্বর সাধনা করা যেতে পারে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ঈশ্বর সাধনা করে তারা মানব উন্নয়নের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই একই পথ গ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপে বসে। মানব কল্যাণের পথই হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার অন্যতম পথ। আর শিল্পীরা কোনও পথ ধরে ঈশ্বরের সাধনা করেন? বলা যেতে পারে উন্নত মানের শিল্পচর্চা করেই ঈশ্বরে সাধনা করে থাকেন। সেই শিল্প চর্চা করে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন বলেই আজকের উত্তমকুমার শিল্প সাধক হয়ে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। একশো বছর পূর্ণ হল উত্তমকুমারের জন্মদিনে। তিনি চলচ্চিত্র জগতে 'উত্তম যুগ' সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। সেই 'উত্তম যুগে'র অবসান আজও হয়নি। তাঁকে নিয়ে আজও বাংলার ঘরে ঘরে আলোচনা এবং তাঁর আসন্ন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে তাঁর অভিনীত ছবি নিয়ে চলছে আলোচনা এবং বাংলার দর্শকেরা এখনও তাঁর ছবি দেখতে ভিড় করে। উত্তমকুমারকে যদি শুধু আমরা শিল্পী বলে আখ্যা দিই তাহলে কিন্তু একদিকের কথা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি যে ভালো সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন সেটাও সবার অজানা। তিনি যদিও সঙ্গীত চর্চা করতেন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। তাকে বাইরে আসতে দেননি। কারণ তাঁর অভিনয় জগত ক্ষুন্ন হতে পারে ভেবে। আসলে উত্তমকুমার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ। তিনি যে অভিনয় করছেন সেটা কিন্তু ছবির পর্দায় বোঝা যেত না। মনে হত তিনি বাস্তব জগতের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। অভিনয় করাটার মধ্যে ছিল প্রাণের ছোঁয়া। তার ফলে তাঁর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। প্রতিটি ছবি বলতে গেলে ~~তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে~~ গিয়েছেন। অভিনয়ের সঙ্গে তিনি কোনও রকমভাবে কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি নিজের সেরা অভিনয়টাকে সকলের সমানে উপহার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর এই গুণটির কথা জানতেন বলেই তিনি আর বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নায়কের মর্যাদা দিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এটাই ছিল উত্তমকুমারের শ্রেষ্ঠ উপহার।

'নায়ক' উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল অরুণা সিনেমা হলে। তখন সেই সিনেমা হলে এসেছিল উত্তমকুমারের 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৯৬৩)। এই ছবিকে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় প্রমুখ। উত্তমকুমার এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডবল রোল। কী অসাধারণ ছবি। সারা প্রেক্ষাগৃহের লোকেরা হেসেছে। মজা পেয়েছে। সিনেমার পর্দায় ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে অভিনয় হচ্ছে। দর্শকেরা ছবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। সারা প্রেক্ষাগৃহ একেবারে নিশ্চুপ। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপরে হঠাৎ করে ছবিটি সমাপ্ত হলে দর্শকেরা নিজেদের হুস ফিরে পেল। শান্ত হয়ে সিনেমা হল ত্যাগ করছে। আসলে সবাইকে অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করে রাখাটাও একটি সাধনা। সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন উত্তমকুমার। সেই কারণে আজকে তাঁর জন্মশতবর্ষ এসে উপস্থিত হলেও কোথায় কোন অনুষ্ঠান হবে উত্তমকুমারকে কেন্দ্র করে তার খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আসলে উত্তমকুমার ছিলেন একেবারে ষোল আনা খাঁটি বাঙালি। তিনি ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরতে ভালোবাসতেন। ঘরে এবং বাইরের অধিকাংশ ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় যে উত্তমকুমার ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরে রয়েছেন। উত্তমকুমার সেরা বাঙালি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারতেন যে কোনও সময়ে। তাঁর মিষ্টি হাসির সঙ্গে গিলে করা ধুতি এবং পাঞ্জাবি বেশ মানিয়ে যেত। তিনি ছিলেন সেরা বাঙালি 'আইকন'। সেই কারণে তাঁকে অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে বাঙালিদের কোনও বাধা ছিল না। তারপরে আমার উত্তমকুমারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল 'শিল্পী' (১৯৫৬)। সেই অরুণা প্রেক্ষাগৃহে। অভিনয়ে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, পাহাড়ি সান্যাল, কমল মিত্র। প্রতিটি শিল্পীর উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয় যে বাংলা ছবিও এক একটি অনবদ্য শিল্প। 'শিল্পী' ছবি দেখতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। কীভাবে চোখে জল এল এবং কেন এল তা বুঝতে পারিনি। আসলে তখন মনের মধ্যে উত্তমকুমার দাগ কাটতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তমকুমারের কষ্ট তখন আমার মনের কষ্ট হতো বলে মনে হতে থাকে। সেই কারণে হয়তো উত্তমকুমারের কষ্টটা দেখতে পেরতাম না। শুধু আমি নই। আমার মতো হলের প্রত্যেকের চোখে জল এসে উপস্থিত হল। চোখ ছলছল করতো। তারপরে আমার সঙ্গে পরিচয় হল উত্তম কুমারের 'অগ্নি পরীক্ষা'র (১৯৫৪) সঙ্গে। অভিনয়ে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, কমল মিত্র। আবার একটি শিল্পজাত ছবি। বাংলা চলচ্চিত্রে তখন স্বর্ণ যুগ চলছে। ভারতের সব চলচ্চিত্র কেন্দ্রগুলি বাংলা ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাংলা থেকে কী ধরনের ছবি এসে ভারতের চলচ্চিত্র জগতকে মোহিত করতে শুরু করেছে তা দিকে সবার লক্ষ্য। গোটা মুম্বই জগত তখন বাংলা ছবির দ্বারা প্রভাবিত। মুম্বইয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বাংলার উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে পথ ধরে চলার চেষ্টা করছে। বাংলা সিনেমা তখন সারা ভারতকে পথ দেখাতে শুরু করেছে। বাংলা সিনেমা জগত তখন টেকনিক্যাল দিক দিয়ে উন্নত ছিল না মুম্বইয়ের মতো। অভিনয় দক্ষতার ওপরে বাংলার সিনেমা দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যামেরা, অভিনয়, সাউন্ড, সঙ্গীত এর উপর নির্ভর করেই বাংলা সিনেমা ভারতের চলচ্চিত্র জগতে নাম করতে থাকে। অধিকাংশ ছবিই ছিল সাদা কালো। রঙিন ছবির কথা ভাবতে পারতো না বাংলার পরিচালকেরা। তখন রঙিন সিনেমা করতে বহু টাকা খরচের ব্যাপার। কিন্তু সাদা কালো ছবি কী করে ভারতরে সিনেমা জগতে নাম করতে থাকে সেটাই অবাক হওয়ার পালা। এখানে মনে করা যেতে পারে চার্লি চ্যাপলিনের কথা। তাঁর পরিচালিত এবং অভিনিত অধিকাংশ ছবিই সাদা কালো। তার ওপরে নির্বাক ছবি।

সেই সব ছবি বলতে গেলে আন্তর্জাতিক স্তর পৌঁছে গিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' (১৯৬৬) ছবিটাও ছিল সাদা কালো। সেই ছবিও আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। অভিনয়ে ছিলেন উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর। একটি রেলের কামরার মধ্যে চলেছে অভিনয় ক্ষেত্র। জীবন ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। রুপালি পর্দার 'নায়ক' হতে গেলে কত বাধা বিপত্তি, কত কঠিন পথ পার হতে হয় তারও কয়েকটি বাস্তব ঝলক মাত্র। আসলে একাট একটি ক্লাসিক্যাল ছবি। ক্ল্যাসিক্যাল ছবি কী করে তৈরি করতে হয় তা নিশ্চয় পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে বলে দিতে হবে না। উত্তমকুমারকে নিয়ে 'নায়ক' ছবি করার বাসনা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে হঠাৎ করে একদিনের তৈরি হয়নি। তিনি প্রতিটা মুহূর্তে উত্তমকুমারের পদক্ষেপের ওপরে তীক্ষ্ন নজর রাখতে অত্যন্ত গোপনে। সবার অগোচরে। তারপরে একদিন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে নেমে পড়লেন ক্যামেরা হাতে করে নিয়ে। কী করে উত্তমকুমার নায়ক হলেন তারই ঝলক সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। একটিকে উত্তমকুমারের জীবন দর্শন বলা যেতে পারে। অতি নাটকীয়তা নেই। প্রতিটি স্তরে রয়েছে বাস্তব জগতের সঙ্গে নিজেকে গড়ে তোলার অকৃত্রিম লড়াই। সেই লড়াইতে জয়ী হয়েছিলেন উত্তমকুমার।

টলিউটে তখন মাফিয়া রাজ ছিল না। প্রতিভা থাকলে লড়াই করে নিজের আসনটা তৈরি করা যেত। যার ফলে বাংলা সিনেমা জগত এক সময়ে সারা ভারতকে পথ দেখিয়ে ছিল। কিন্তু তখন কেন মুম্বই চলচ্চিত্র জগত সারা ভারতকে পরিচালিত করতে পারেনি? তার একটি মাত্র কারণ হল সেখানে চলছিল মাফিয়া রাজ। তারাই মুম্বই চলচ্চিত্রকে পরিচালিত করতো। তাদের আঙ্গুলী লেহনে চলতো বোম্বাই চলচ্চিত্র জগত। বাংলা সিনেমার উত্তমকুমার একটি 'আইডলম্যান' ছিলেন। সেই কারণে তাঁর অভিনিত বাংলা সিনেমা- বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'নিশিপদ্ম' সহ আরও বেশ কয়েকটি ছবি হিন্দি চলচ্চিত্র জগত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারাও স্বীকার করে নিয়েছিল যে বাংলা সিনেমায় উত্তমকুমারের মতো অভিনেতা হিন্দিতে বিরল। বোম্বাই চলচ্চিত্র জগত শিল্প চায় না। তারা এমন ছবি করবে যাতে তাতে অত্যাধিক কর্মাশিয়ালী মালমশলা থাকে। তার ফলে সেখানে উচ্চমানের অভিনয় করার সুযোগ সুবিধাও কম থাকে। তবে তার মধ্যেও কাপুর পরিবারের কয়েকজন বেশ দক্ষতার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল ছবি করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সংখ্যা অত্যাধিক কম।

উত্তমকুমার এমন একজন জাত শিল্পী যাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করা হোক না কেন তিনি নিজেকে দক্ষতার পরিচয় দিতে কোনও কসুর করেন না। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে। উত্তমকুমার রোমান্টিক শিল্পী আর সৌমিত্র হলেন শিল্পী। ইনটালেকচ্যুয়াল শিল্পীর ভাবের মধ্যে যে যে গভীরতা থাকে তা কিন্তু রোমান্টিক শিল্পীর মধ্যে তা নাও থাকতে পারে। রোমান্টিক শিল্পী সব সময়ে নিজের দক্ষতাকে প্রমাণ করে তার অভিনয় গুণ দিয়ে। ইনটালেকচ্যুয়াল শিল্পীর উপস্থিতিতে অতিক্রম করে উত্তমকুমার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই বিখ্যাত ছবির নাম হল 'অপরিচিত'। সদ্য মেন্টাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া একজন ব্যক্তি ( সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) যিনি প্রেম বলতে বোঝেন মানুষের প্রীতিকে। আর অন্যদিকে রোমান্টিক উত্তমকুমার বোঝেন অর্থ দিয়ে গোটা দুনিয়া থেকে শুরু করে মানুষের ভালোবাসাকে ক্রয় করা যায়। এই দুই মানসিক জগতের দ্বন্ধের মধ্যে দিয়ে উত্তমকুমার অসাধারণভাবে নিজের উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অন্য সাধারণ অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তবুও বলতে হয় উত্তমকুমার অভিনয় করে ছিলেন বলেই সৌমিত্র নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অসাধারণভাবে। পাশাপাশি অর্পনা সেন কম জাননি। তিনিও অসাধারণ অভিনয় করেছেন। অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত স্বয়ং। আসলে উত্তমকুমার এত বেশি বিভিন্ন রোল করেছেন এবং তাতে যে ধরনের দক্ষতাকে মেলে ধরেছিলেন তখন তার পাশাপাশি দাঁড়ানোর মতো কোনও অভিনেতা ভারতে ছিল কিনা তা বলা খুবই মুশকিল। বোম্বই এর অনেক অভিনেতা উত্তম কুমারকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেখানে উত্তকুমার একাই একশো। তিনি অনুকরণ বা অনুসরণ প্রিয় নন। তিনি নিজস্ব একটি জগত তৈরি করে ফেলে ছিলেন। সেই জগতে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধরা উপস্থিত। সেখানে আর অন্য কারোর স্থান নেই বলা যেতে পারে। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে বলেছিলেন যে তাঁর মতো এত বড় মাপের অভিনেতা বাংলা সিনেমা আর কোনও দিন পাবে না। আসলে শিল্পীই শিল্পীকে চেনে। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র সঙ্গীতের পাশাপাশি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও অসংখ্যা গানে লিপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। বাংলার এই দুই বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর গানও ছিল যুগান্তকারী। এবার মনে পড়ে 'স্ত্রী' ছবির কথা। এখানেও উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দুই শিল্পী দুই ধরনের শিল্প রসে সঞ্চারিত। ফলে দর্শকেরা ছবি দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারেনি। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সিমেনাপ্রেমীরা। এবারে মনে পড়ে 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির কথা। এই গল্পটিও ছিল অসাধারণ। কথা সাহিত্যিক বিমল মিত্রের লেখা। তিনি অসাধারণভাবে ভূতনাথ চরিত্রকে অঙ্কিত করেছেন। সিনেমায় সব চরিত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' (১৯৬৭)। উত্তমকুমারের এক একটি ছবি এক একটি স্বাধের। ( ক্রমশ)

# ভারতের স্বাধীনতায় বাংলার বিপ্লবীরা

**রামগোপাল কাব্যরত্ন**

স্বাধীন ভারতের মর্যাদা অক্ষুন্ন ভারতের স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে এটা সবারই জানা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে কত প্রাণ

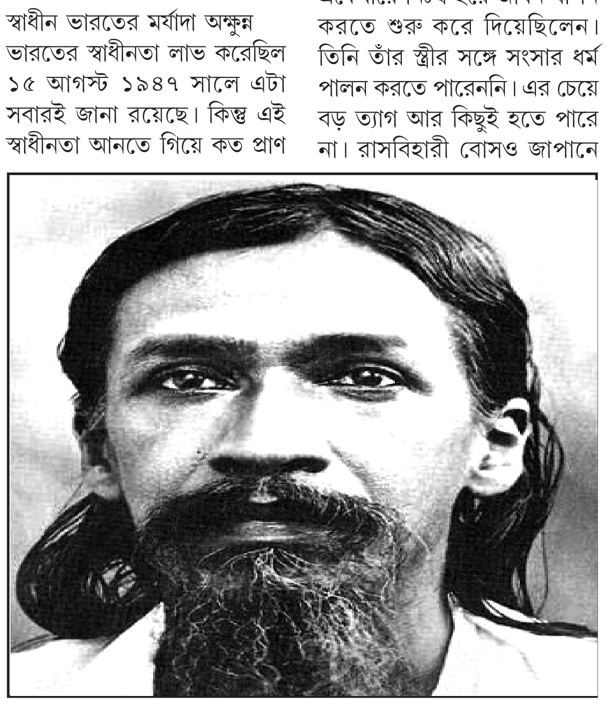

বলিদান হয়েছে তার কথাও কি কোনও রকমভাবে বিশদে লেখা রয়েছে? তা হয়তো লেখা নেই। ইংরেজ সরকারে পুলিশ বাহিনী কত গোপনে বিপ্লবীদের হত্যা করেছে তা অজানা হয়ে গিয়েছে। সবচয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা। এই রকম স্বাধীনতার জন্য তো ভারতীয়রা প্রাণ দেয়নি। সংগ্রাম করেনি। কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন কত ক্ষমতালোভীরা লালায়িত ছিল। তাদের লোভের ফলেই আজকে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়ো। তারপরে বিপ্লবী অরবিন্দ জোরদার সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম করে সফল হতে পারেননি তবুও বলতে হবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা। তিনি সব কিছুকে ত্যাগ করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেননি। এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। রাসবিহারী বোসও জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে নিজের আত্মরক্ষার জন্য জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ঘর সংসার করতে পারেনি। বিপ্লবীরা সবাই কিন্তু দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাস্তায় এসে নেমে পড়ে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। গান্ধিজিও সংসার ধর্ম ত্যাগ করে দেশের জন্য আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আন্দোলন ছিল অহিংসা। তবুও তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্র দেশবাসীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস দলটা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মঞ্চ। স্বাধীনতা লাভ কররা পর গান্ধিজি বলেছিলেন কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলটা তুলে দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লোভীরা কংগ্রেস দলটাকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষমতা ভোগের মঞ্চে রূপান্তরিত করে। আগস্ট মাসকে স্বাধীনতার মাস বলা হয়ে থাকে। এই মাসে বহু দেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেম রাজনৈতিক নেতাদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি আবার বহু কবি লেখক এবং গায়কদের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বহু সাংস্কৃতকি মনস্ত মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' এখন গানটি আমাদের শিহরিত করে। স্বাধীনতার প্রতিটি গান আমাদের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। কবি রঙ্গলাল থেকে শুরু করে রজনী কান্ত, ডি এল রায় স্বাধীনতা লাভের জন্য কলম ধরেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বহু স্বদেশি সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করেছিলন। আজও সেই সব স্বদেশি সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। কবি নজরুল 'কারার ওই লৌহ কপাট'গানটি গাইবার সময়ে নেতাজির চোখ দিয়ে জল পড়তো। নেতাজি বহুবার নিজের গলায় গানটি গেয়েছিলেন। নেতাজির 'দিল্লি চলো' ডাক দেওয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিল দেশের সমস্ত স্তরের জনগণ। সবাই তখন দিল্লি দখল করে দেশকে স্বাধীনতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে। বাংলার বিপ্লবীরা কিন্তু গান্ধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারেনি। তারা ভারতকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দেশকে স্বাধীনতা করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন দেশের লোকেরা অস্ত্র ধরতে জানতো না। তারা তখন অস্ত্রকে ভয় পেতো। হিংসাকে ভয় পেতো বলেই ভারতের জনগণ গান্ধির অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তবুও বলতে হবে বহু পরিবার সাহস করে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী আন্দোলন করতে সাহস দিয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, ননীবালা দেবী, দুকড়িবালা, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরলা দেবী চৌধুরানীর কথাকে উল্লেখ করতে হবে। সুশীল সেন ওবং ক্ষুদিরাম বোসের বয়স মাত্র ১৮ বছর কয়েক মাস। তাঁরা তখন স্বদেশি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ফেলেছেন। এদের আত্মত্যাগের কথাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এদের কথা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার কথা বলতেই হবে। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে বাংলার বিপ্লববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিপ্লবী অরবিন্দ। অরবিন্দের চরিত্র হচ্ছে রূপান্তরিত। প্রথম জীবনে তিনি দক্ষ ইংরেজ প্রশাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। আবার জীবনের মধ্য অধ্যায়ে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শেষ জীবনে তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্মিক জগতে। সেখানে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম বাদ নিয়ে নতুন পথ তৈরি করতে উপস্থিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদেশি ছড়িয়ে দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এম এন রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাদাম কামা, বীর সাভারকরসহ আরও অনেকে। 'গদর' পার্টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। রাসবিহারী এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ করার আয়োজন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাকতার জন্য সেই কৌশল একেবারে ভেস্তে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে অস্ত্র আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। ভারতের স্বাধীনতা ১৯১৪-১৫ সালেই হয়ে যেতে যদি বিশ্বাসঘাকতা করা না হতো। কৃপাল সিং সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হতে পারেনি।

# বনেদি বাড়ির মা দুর্গা

**শঙ্করলাল কর্মকার**

উত্তর কলকাতার পাঁচটি বনেদি বাড়ি ঘুরে কিছু তথ্য পেয়েছি, এখানে আপাতত দুটি বনেদি বাড়ির ছবি দিলাম। বরাবর বনেদি বাড়ি আমার খুব প্রিয়, আমি শুধু কল্পনা করি তাঁদের সেই হারিয়ে

যাওয়া জীবন যাপন, তাঁদের ঐশ্বর্য বৈভব। আর এখন তাঁরা কেমন আছেন এটাও খুব জানতে ইচ্ছে হয়, এবছর সেই ইচ্ছেটা কিছুটা পূর্ণতা পাচ্ছে, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাড়িতে গেছি, এবং কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কিছু বাড়ির অবস্থা এখনো বেশ ভালো আছে, আবার কিছু বাড়ি যেন অনাহারে ধুঁকছে।

কি বিশাল বিশাল বাড়ি, সেই সমস্ত বাড়ির কারুকার্য দেখার মত। আমরা বহু বছর কলকাতায় ঠাকুর দেখি কিন্তু আগে কখনো এই সমস্ত বাড়িতে ঠাকুর দেখতে যায় নি। এখন মনে হচ্ছে এই সমস্ত বনেদি বাড়ির গল্প যদি না জানি তাহলে কলকাতা কে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রতিটি বাড়ির বেশ লম্বা চওড়া গল্প আছে, এই যেমন চোর বাগান শীল বাড়ির পুজোয় অষ্টমীর অঞ্জলীতে ব্যবহার করা হয় সোনার বেল পাতা।

পুজোর আগে রাধাষ্টমীর দিনে এই বাড়ির অন্দরেই বসে হাট, সেই হাটে বাড়ির মহিলারা পুজোর যাবতীয় মাঙ্গলিক অলংকার কেনেন। এই বাড়িতে একটা সময় গওহর জান মালকা জান বাইজিরা সপ্তমী থেকে নাচ করতেন। এই বাড়ির মহিলাদের পুজোর সময় নাকে নথ পরতেই হয়। পুজোর সময় এই বাড়িতে দুস্থ কেউ এসে দরজায় দাঁড়ালে তাকে একশো টাকা দেওয়ার রীতি রয়েছে। এছাড়া অষ্টমীর সন্ধি পুজোয় এই বাড়ির বিবাহিত মহিলারা নিজেদের সন্তানদের কোলে নিয়ে ধুনো পোড়ায়।

ঠনঠনিয়া দত্ত বাড়ির ও কিছু নিয়ম রয়েছে, সাধারণ বাঙালি বাড়ির দুর্গা পুজো পাঁচ দিন হলেও এই বাড়ির পুজো দশ দিন হয়, পুজো শুরু হয় মহালয়া থেকে।

এই বাড়ির মা দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী রুপে পূজিত হন না, এখানে দেবী শান্তিময়ী কন্যা রূপে মহাদেবের কোলে আসীন হন। এখানে বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। তবে বৈষ্ণব মতে পুজো হলেও বিশেষ কিছুক্ষণে শাক্ত ও তান্ত্রিক আচারের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। মহা অষ্টমীর দিন এই বাড়ির বিবাহিত মহিলারা মাথায় এবং দুই হাতের তালুতে মাটির সরা বা মালশা রেখে তাতে জলন্ত পাটকাঠি ও ধুনো নিয়ে দেবী শক্তির আরাধনা করেন ।

# গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ফের ভয়াবহ নদীভাঙনের কবলে মালদার ইংরেজবাজার ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ আগস্ট ঃ গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ফের ভয়াবহ নদীভাঙনের কবলে মালদার ইংরেজবাজার ব্লক। মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকল গ্রামে গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। আতঙ্কে ঘরবাড়ি খুলে নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই শতাধিক গ্রামবাসী খাসকল হাই স্কুলে অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত প্রায় এক মাস ধরে এলাকায় ভাঙন চলছে। বিগত কয়েক বছরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে। একসময় নদী থেকে অনেকটাই দূরে থাকা বসতবাড়িগুলির দোরগোড়ায় এখন পৌঁছে গিয়েছে গঙ্গা। চাষের জমি তলিয়ে যাওয়ার পর এবার বসতবাড়ি ও যোগাযোগের রাস্তাও ভাঙনের মুখে। এক গ্রামবাসী বলেন, প্রায় এক মাস ধরে ভাঙন চলছে। নদী অনেক দূরে ছিল, এখন বাড়ির কাছে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তা তলিয়ে যাওয়ায় যাতায়াতে খুব সমস্যা হচ্ছে। নদীর গা ঘেঁষে অল্প রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। কখন যে পিছলে নদীতে পড়ে যাব, সেই আতঙ্কে রয়েছি। বাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, রাতে ঘুম হয় না। কখন হুড়মুড় করে বাড়ি নদীতে তলিয়ে যাবে, সেই আতঙ্কে রয়েছি। তাই বাড়ির ইট, আসবাবপত্র-সহ প্রয়োজনীয় জিনিস খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আপাতত খাসকল হাই স্কুলের অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছি। চাষের জমি আগেই তলিয়েছে, এবার বাড়িও চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের সেচ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু জানান, জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন পরিস্থিতির উপর নজরদারি চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে রাখা হচ্ছে। সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে যতটা সম্ভব ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে গঙ্গার জলস্তর ২৫.১৬ মিটার, যা বিপদসীমার ৪৭ সেন্টিমিটার উপরে থাকলেও চরম বিপদসীমার ১৪ সেন্টিমিটার নিচে রয়েছে। বর্তমানে জল কমতে শুরু করলেও ভাঙন আতঙ্কে অনিশ্চিতায় রয়েছেন তীরবর্তী বাসিন্দারা। এখন দেখার কবে দ্রুত ভাঙন সমস্যা থেকে রেহাই পান বাসিন্দারা।

# পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে উদ্‌যাপিত হলো 'সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩১ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে পুরুলিয়ার মর্যাদার

সঙ্গে পালিত হলো সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস এই উপলক্ষে সোমবার পুরুলিয়ার বি. টি. সরকার রোডে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার ভবনে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উদ্বোধনী সংগীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। এরপর অতিথি বরণ, বক্তব্য পেশ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সমাজে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরার মূল লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠান। পুরো কর্মসূচিটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সম্পাদক তথা পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক বাসুদেব মণ্ডল।

# লাটাগুড়িতে বাইক ও স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩১ আগস্ট ঃ লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হলেন চার জন। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সোমবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় একটি দ্রুতগামী বাইকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাতে দু'টি যানই দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং ৪ জন আরোহীই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় ৪ জনকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মালবাজার হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করায়, রাতেই চিকিৎসকরা তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# পাটুলি শ্রীরামপুর ভারতী ভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত সংস্কৃত সপ্তাহ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩১ আগস্ট ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি শ্রীরামপুর ভারতী ভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো সংস্কৃত সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ

বাড়ানো এবং প্রাচীন এই ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মুখোপাধ্যায় সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, গুরুত্ব এবং বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে। পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গোটা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলেও অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংস্কৃত সপ্তাহ উদ্‌যাপনে বিদ্যালয়ে এমন আয়োজনকে ঘিরে শিক্ষক- শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

# রায়গঞ্জ মেডিক্যালে সাপ, আতঙ্ক হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ৩১ আগস্ট ঃ হাসপাতালের শিশু বিভাগেই ঘুরছে প্রায় দেড় ফুট লম্বা সাপ! তা-ও আবার এক শয্যা থেকে অন্য শয্যায়। সোমবার দুপুরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায়। প্রাণভয়ে অসুস্থ শিশু সন্তানদের কোলে তুলে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন শিশুদের মায়েরা। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন নার্সদের একাংশও। জানা গেছে, সোমবার দুপুর নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিক্যালের শিশু বিভাগের একটি ওয়ার্ডে হঠাৎই সাপটিকে দেখতে পাওয়া যায়। সাপটি এক বেডে থেকে অন্য বেডে যেতেই আতঙ্কে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক নিরাপত্তারক্ষী সাপটিকে খালি হাতে ধরতে গেলে সেটি তাঁর আঙুলে ছোবল মারে। তৎক্ষণাৎ ওই নিরাপত্তারক্ষীকে হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়। এরপরে অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষীরা সতর্কতার সঙ্গে সাপটিকে ধরে। ঘটনাস্থলে যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

# রাজ্যে চলে এল 'লাভ ড্রাগ' মলি, মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার ১ মহিলা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ নিউ ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে এক মহিলাকে প্রায় দেড় কেজি এমডিএমএ মাদক সহ গ্রেপ্তার করলো। পুলিশ সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। 'লাভ ড্রাগ' বা মলি হিসেবে পরিচিত এই মাদক সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের কোনও জায়গা থেকে উদ্ধার হয়নি বলে জানা গেছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, রবিবার তাঁরা গোপন সূত্রে খবর পান মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার এলাকার বাসিন্দা শেফালী হালদার নামে এক মহিলা বিপুল পরিমাণ এমডিএমএ মাদক নিয়ে ফরাক্কায় আসছে। এরপরই পুলিশ নিউ ফরাক্কা বাস স্ট্যান্ড থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। সেই সময় তাঁরা লালগোলা থানার সুভাষপল্লী গ্রামের বাসিন্দা শেফালী হালদারকে ১ কেজি ৪১৬ গ্রাম এমডিএমএ মাদক সহ গ্রেপ্তার করে। জেলা গোয়েন্দা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই- এর মত শহরে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'পার্টি ড্রাগ' হিসেবে এমডিএমএ ব্যবহার করার চল এখন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। সূত্রের খবর, এই মাদকের মধ্যে যে সমস্ত রাসায়নিক থাকে তা মস্তিষ্কে পৌঁছালে সেরিটোনিন, ডোপামাইন, অক্সিটোসিনের মতো হরমোনের ক্ষরণ বাড়াতে শুরু করে। এর ফলে 'পার্টি ড্রাগ' হিসেবে এই মাদক ব্যবহার করলে পার্টি চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অনেক সময় একে অন্যের ওপর গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তদন্তকারীরা বলেন, এই মাদক বিভিন্ন রকমের তরল বা সোডার মধ্যে ব্যবহার করে পান করা ছাড়াও ছাড়াও জিভের তলায় রেখে বা ইনজেকশন আকারে নেওয়া হয়। ১৯১২ সালে জার্মান বিজ্ঞানীরা এই মাদক আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে বিশ্বজুড়ে এই মাদকের কদর বাড়তে থাকে। মানুষের মধ্যে 'সুখী ভাব' দীর্ঘায়িত করার জন্য এই মাদক ব্যবহার করা হয়। এমডিএমএ মাদক গ্রহণ করার ১৫ - ৩০ মিনিটের মধ্যেই শরীরে তার প্রভাব পড়তে থাকে। যার ফলে এই মাদক গ্রহণকারী প্রায় ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত 'অবসন্ন' থাকতে পারেন। কিন্তু এই মাদক মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণের ফলে শরীর এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, এমডিএমএ মাদক সহ ফরাক্কা থেকে যে মহিলাকে ধরা হয়েছে তিনি ওই মাদক অসমের কোনও এক পাচারকারীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এরপর এই মাদক ট্রেনে করে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় নিয়ে আসেন। পুলিশ সূত্রের খবর, এই মাদক কলকাতায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের। ধৃত ওই মহিলার কাছ থেকে একটি আধার কার্ড এবং একটি ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের একাধিক ধারায় মামলার রুজু করে তাকে সোমবার এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় রবিবার রাতে ফরাক্কা থানার পুলিশ এনটিপিসি নেতাজি সেতুর গাছে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে ৮২৫ গ্রাম উন্নত মানের হেরোইন সহ গ্রেপ্তার করলো। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে তাঁরা গোপন সূত্রে খবর পান মালদা থানার কালিয়াচক এলাকার বাসিন্দা সুমন শেখ এবং শামীম আখতার বিপুল পরিমাণ হেরোইন নিয়ে মুর্শিদাবাদের আসছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নেতাজি সেতুর কাছে একটি ছোট গাড়ি আটক করে। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় উন্নতমানের ৮২৫ গ্রাম হেরোইন। পুলিশ সূত্রে খবর, আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া ওই হেরোইনের মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

# নদীয়া জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ লোকাল বাস পরিষেবা, চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩১ আগস্ট ঃ নদীয়া জেলায় সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য লোকাল বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে দৈনন্দিন কাজে বের হওয়া যাত্রী, অফিসের কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। বাস কর্মচারীরা আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে রানাঘাট-কৃষ্ণনগর-কালীনগর সহ বিভিন্ন রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। সেই পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সোমবার থেকে সমগ্র নদীয়া জেলাজুড়ে লোকাল বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বাস কর্মীদের অভিযোগ, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটো এবং অটোর ক্রমাগত বৃদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের কারণে লোকাল বাস ব্যবসা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের সাফ বক্তব্য, প্রশাসন যতক্ষণ না এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান বা কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, ততক্ষণ এই অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট বজায় থাকবে। বাস পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ায় সাধারণ যাত্রীরাই সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন। নিত্যযাত্রী ও অফিসগামীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অন্যান্য বিকল্প যানবাহনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অনেক যাত্রী প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন। যাত্রীদের মতে, বাস কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার ও প্রশাসনের দ্রুত এই সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা উচিত, যাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দূর হয়। এই বিষয়ে শান্তিপুরের নিত্যযাত্রী ও অফিসগামীরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, শান্তিপুর সিপিআইএম এরিয়া কমিটির আহ্বায়ক তথা জেলা কমিটির সদস্য সৌমেন মাহাতো এই বাস ধর্মঘট ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

# দক্ষিণ পূর্ব রেলের জোরদার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল স্টেশন এবং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও যাত্রী-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করেছে। খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি-এই চারটি ডিভিশন জুড়ে এই পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। স্টেশন চত্বর, প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, ওয়েটিং হল, ফুট ওভার ব্রিজ, শৌচালয়, পানীয় জলের স্থান এবং যাত্রীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জায়গাগুলিতে নিবিড়ভাবে পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ পূর্ব রেল তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও পরিচ্ছন্নতা প্রচার চালাচ্ছে এবং যাত্রীদের স্টেশন ও রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছে। নিয়মিত আবর্জনা অপসারণ, বর্জ্য সঠিকভাবে পৃথকীকরণ, যাত্রীদের ব্যবহারের জায়গাগুলো পরিষ্কার রাখা এবং বর্জ্য সময়মতো নিষ্কাশনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। রেললাইন এবং স্টেশন চত্বর সংলগ্ন এলাকার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। স্টেশনগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করতে এবং চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আধিকারিক ও সুপারভাইজারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায় যাত্রীদের ও রেল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করার জন্য

সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার করার এবং রেল চত্বর পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। দক্ষিণ পূর্ব রেল যাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক রেল স্টেশন পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেল প্রশাসন সমস্ত যাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার এবং রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে অবদান রাখার আবেদন জানিয়েছে।


**PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE**

Sealed Quotation are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103,
**NIQ No. WBPWD/EE/HED/NIQ-32 of 2026-2027**
Memo. 2677 Dt. 31.08.2026
Name of Work- Hiring of Inspection Vehicle for use of office of the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. for the period of Six Months.
Last Date of Permission : 10.09.2026.
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in.**

**Office of The KHARAGPUR-II PANCHAYAT SAMITY MADPUR :: PASCHIM MEDINIPUR**
**E-TENDER NOTICE**
**1. NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO:- WBPMID/KGPII/EO/eNIT 01/26-27,**
**Memo No:- 695,**
**Dated:- 31.08.2026**
Sd/-
**Executive Officer,**
**Kharagpur-II Panchayat Samity**
**Madpur : Paschim Medinipur**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬৩৮, তারিখ ঃ ২৮.০৮.২০২৬।** সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/ ২৮/২৬-২৭/এসএফ। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ ঃ টিএসআর(পি)-২৩.৩২৩ টিকেএম, টিআরআর(পি)-৪.৬৫৫ টিকেএম, টিআরআর(পি)২০.৮৭৪ টিকেএম এবং সিটিআর(পি) ৩.২৫৮। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৮১,৮৬,১৭৯.৩১; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ১,৬৩,৭০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ১০.০৯.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in**-এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "ডাটা লগার বা আরটিইউ সমূহ, অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজ যেখানে ইআই অথবা আরআরআই বা পিআই অথবা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড পুনর্গঠন অথবা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসিটিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ -এসএসডিএসি) অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর কাজ যুক্ত আছে তার সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজকে বোঝাবে"। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
SDAH-206/2026-27
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


# বিহার থেকে অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করল বান্দোয়ান থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩১ আগস্ট ঃ তিন বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং পুলিশের জোরালো তৎপরতার পর অবশেষে উদ্ধার হলো পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া সেই নাবালিকা। ২০২৩ সালের ৩ জানুয়ারি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সে। দীর্ঘ তদন্তের পর বিহারের একটি গোপন আস্তানা থেকে তাকে সশরীরে উদ্ধার করে বান্দোয়ান থানার তদন্তকারী দল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই তরুণীটি পরিবারের সাথে সমস্ত রকমের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একাধিক সূত্র ধরে এগোতে থাকে। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে, মেয়েটি বিহারের একটি এলাকায় তার শিক্ষকের সাথে আত্মগোপন করে রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। মেয়েটিকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত তার পরিবার।


ACRE
MAKING ASSETS WORK

**অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**
**ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস্, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবিনামা**

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নং. | এসিআরই ট্রাস্ট | স্বত্ব-হস্তান্তরকারী ব্যাংক | বরাতের তারিখ | ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | মোট বকেয়া অর্থ | এনপিএ-র তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | 616739211834 309 | ট্রাস্ট ১৭৮ | এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফিন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড | ১১ ডিসেম্বর ২৫ | দেবানন্দ বিশ্বকর্মা / সুগন্ধা বিশ্বকর্মা / গেওয়াত বিশ্বকর্মা | ১৯,৩৩,১৯৪.৫৪/- টাকা ১৭ আগস্ট ২০২৬ অবধি | ৬ জুলাই ২৫ এবং ২০ আগস্ট ২৬ |

**বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ** ফ্ল্যাট নং 'বি২', দ্বিতীয় তলা, বহুতল ভবন থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা-দক্ষিণ বেহালা, জে.এল. নং-১৬, আর.এস. দাগ নং-৫৭৩ ও ৫৭৪, আর.এস. খতিয়ান নং-৬৯ ও ৮ ঠিকানা-৯৭৭ তালপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং-১২৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬১।

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

**তারিখঃ ০১-০৯-২০২৬**
**স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ**

**স্বা- অনুমোদিত অফিসার,**
**অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**

**বিজ্ঞপ্তি**

জেলা -হাওড়া
থানা- সাঁকরাইল
মৌজা- ধূলোগড়ী
জে. এল নং- ০১
দাগ নং (R. S.) - ৩১৮৬ ও ৩১৮৭
দাগ নং (L.R.)- ২৬২১ ও ২৬২২
খতিয়ান নং (L. R.)- ৫৪৬২ ও ৫৪৬৪
পরিমাপ- ১৪.৪০ শতক জমি
সাঁকরাইল থানার অধীন ধূলোগড়ী নিবাসী নুহু দেওয়ান, মাহাফুজ দেওয়ান উভয়ের পিতা- আকবর আলি দেওয়ান, গত ১৭.০২.২০২২ তারিখে D.S.R.-II হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১০৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অধীন ধূলোগড়ী - নিবাসী রাসিদুল সেখ পিতা হান্নান সেখ, মহাশয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সাঁকরাইল B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল Namani Plyboard Pvt Ltd এর পক্ষে শ্রী সুনীল কুমার আগরওয়াল এবং রামবিলাস আগরওয়াল ঠিকানা আন্দুল রোড, বকুলতলা, সাঁকরাইল, হাওড়া। বিগত ইংরাজি ০৪।০২।২০১০ তারিখে হাওড়া রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০১০৮৪ নম্বর দলিল মূলে রাকেশ কুমার পান্ডে পিতা- শিবকুমার পান্ডে মহাশয়ের নিকট হইতে হাওড়া জেলার অধীন থানামাখুয়া মৌজায় হাল ৯৬ দাগে ১২৬৯ খতিয়ানে ০৬ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি ১৯।০৬।২০০৬ তারিখে রানিহাটি রেজিস্ট্রি অফিসে ১০২ নম্বর আমোক্তারনামা মূলে শৈলবালা নস্কর স্বামী কাঙালী চরণ নস্কর এর ওয়ারিশ শ্রীমতী মল্লিকা নস্কর স্বামী - শশধর নস্কর এবং শ্রীমতী চন্ডিকা নস্কর স্বামী - শ্রী তপন নস্কর সাং- সলোপ ডোমজুড়, হাওড়া। ওনারা শ্রী শিবকুমার পান্ডে পিতা- দয়াল পান্ডে মহাশয়কে আমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমোক্তার নামা মূলে ২৪।০৩।২০০৯ তারিখে রানীহাটি রেজিস্ট্রি অফিসে ১১৭৪ নম্বর দলিল মূলে শ্রী রাকেশ কুমার পান্ডে পিতা- শিব কুমার পান্ডে মহাশয়কে উপরোক্ত ০৬ কাটা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে B.L. & L. R.O সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Rimo Bhakta**
**Advocate**
**Judges Court Howrah**

**RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD.**
(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
**CIN: L68100WB2006PLC110039**
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street,1st Floor Room No. -10, Kolkata, West Bengal, India, 700001,
Phone: 90384 40761; Fax: 033-22420588

**ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য**

১. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) ও এর আওতাধীন বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সার্কুলার মেনে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ১১.৩০-এ ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
২. ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি ইলেকট্রনিক উপায়ে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত আছে। এছাড়া, এই নথিপত্রগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.rdbindia.com), ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড বা NSDL- এর ওয়েবসাইট (https://www.evoting.nsdl.com) এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) ও সিএসই লিমিটেড (www.cseindia.com)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৩. যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিংক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হবে।
৪. কোম্পানির যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিবন্ধন করতে পারেনঃ

| | |
|---|---|
| ভৌত ধারণ | প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নির্ধারিত 'Form ISR-1'-এ তথ্য নিবন্ধন বা হালনাগাদ করে তা কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেন্ট - 'NicheTechnologies Private Limited'-এর কাছে জমা দিন। 'Form ISR-1' নিচের লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যাবেঃ https://nichetechpl.com/wp-content/uploads/2023/03/Form_ISR-1.pdf |
| ডিমেট হোল্ডিং | আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ডিমেট অ্যাকাউন্টের বিবরণ নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করুন। |

৫. সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়েন বিশেষ করে, সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং বা সভার সময় ভোট প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে দেখে নেন।

স্থানঃকলকাতা
তারিখঃ ৩১ আগস্ট ২০২৬

আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বনামঃ আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড)
স্বাক্ষর /-
শুভম বৈদ্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/01/2026-2027/D**
Name of work : **Restoration of paver block I.P.S footpath at 36B Elgin Rd, 32/1/B Chakraberia Rd (S) & other different locations in Ward No.-70 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,417.68.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.09.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender: **16.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
**1. NIT No. : EE-III/32/2/UTTARAN/26-27**
Name of work : **Repairing of tap water platforms at 28/1 M.P Road, 1 Sree Krishna Colony and different uttaran locations in Ward No.-32.** Estimated Cost: **Rs. 2,81,188.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **10.09.2026** up to **12 noon.** Date and time of opening of tender : **12.09.2026** after **12 noon.**
**2. NIT No. : EE-III/35/002/26-27**
Name of work : **Repairing of roads, paver block and concrete passages disturbed by Water Supply and CME Civil Department at 28/E Rakhal Ghosh Lane, 87 K. G Bose Sarani, 3/1/76 Beliaghata Main Road and different places in Ward No.-35**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,95,435.00.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **10.09.2026** up to **5 p.m.** Date and time of opening of tender : **12.09.2026** after **5 p.m.**
**3. NIT No. : KMC/EE-III/31/5/26-27/US (1st Call)**
Name of work : **Supplying, fitting & fixing pit covers at 94, 95 N.M Road, 20/H/1 S.K Daw Lane and different Uttaran Area in Ward No.-31**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,144.00.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
**4. NIT No. : KMC/EE-III/31/6/26-27 (1st Call)**
Name of work : **Restoration of asphaltum road surface at 8/B, 8/A/4 Jogodyan Lane, 23/3C, 40 S.K Daw Lane and different places in Ward No.-31, disturbed by C.E.S.C**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,239.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**
**5. NIT No. : KMC/EE-III/34/07/26-27 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of paver block footpath from 140 to 152 & 1 to 131/12/1 R.R. Mitra Road in Ward 34 disturbed & undulated due to natural wear & tear**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,88,661.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**
**6. NIT No. : KMC/EE-III/33/8/26-27 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of IPS footpath and passage at P55, 34 C.I.T Road 26 R.M.D.G Lane, 60, 95/12 B.M Road and different location in Ward No.-033 disturbed by CESC**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,002.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**
**7. NIT No. : KMC/EE-III/34/12/26-27 (1st Call)**
Name of work : **Raising manhole cover, SICP cover catch pit cover at B.M. Road, A.C.B Road, R.R.M. Road & different location in Ward No.-034**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,97,868.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
**8. NIT No. : KMC/EE-III/31/2/26-27 (2nd Call)**
Name of work : **Restoration of paver block footpath at P-229, 91/A, 168 CIT Road Sch.VI (M), 97/7 N.M Road and different location in Ward No.-31 disturbed by C.E.S.C**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,985.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
**9. NIT No. : KMC/EE-III/31/3/26-27/US (2nd Call)**
Name of work : **Repairing of uttaran concrete passage at 17 nos Kakurgachhi 2nd Lane and different places in Ward No.-31**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,548.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
**10. NIT No. : KMC/EE-III/OFFICE(SS)/1/26-27 (2nd Call)**
Name of work : **Urgent repairs to SW and UPA Department under Borough-III at 109 Narkeldanga Main Road in Ward-30**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,568.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
**11. NIT No. : KMC/EE-III/33/3/26-27 (2nd Call)**
Name of work : **Restoration of paver block footpath on B.M Road, H.C.N Road and surrounding locations in Ward No.-33 disturbed due to PU Agencies**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,95,605.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
**12. NIT No. : KMC/EE-III/33/5/26-27/US (2nd Call)**
Name of work : **Repairing of uttaran passages at 43, 50, 51 C.P Road, 100 S.S. Road, 99 B.M Road and different location in Ward No.-033**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,162.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
**13. NIT No. : KMC/EE-III/33/6/26-27 (2nd Call)**
Name of work : **Repairing of road surface by hot asphaltum mixture at 7, Surah Cross Lane, 87, 67, 64, Suren Sarkar Road and different location in Ward No.-33 disturbed by CESC**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,49,878.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
**14. NIT No. : KMC/EE-III/33/EMBP-1/26-27 (2nd Call)**
Name of work : **Erection of new bus passenger shed at E.M Bye Pass & Beliaghata Main Road Crossing (Eastern Flank) within Ward No.-33**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,61,557.00.** Earnest Money : **Rs. 7,500.00**. Period of Completion : **45 Days**.
**15. NIT No. : KMC/EE-III/34/08/26-27 (1st Call)**
Name of work : **Improvement of drainage system from 16/3 to 16/15A Dr. Suresh Ch. Banerjee Road in Ward-34**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,66,932.00.** Earnest Money : **Rs. 5,400.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **09.09.2026** up to **12 noon** (for Sl. No. 3 to 15). Date and time of opening of bid : **11.09.2026** after **12 noon** (for Sl. No. 3 to 15). The bid forms and other details are available on and from **01.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 15). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1) and **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 15).
425/26-27

## পৃথিবীর বাইরে কি রয়েছে প্রাণ?

# মহাবিশ্বের রহস্যভেদে মহাকাশে পাড়ি নাসার 'রোমান' টেলিস্কোপের

পৃথিবীর বাইরে কি সত্যিই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে? মহাবিশ্বের এই চিরন্তন রহস্যের উত্তর খুঁজতে এবার আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নেমেছে নাসা। সৌরজগতের বাইরে থাকা অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র এবং মহাজাগতিক বস্তুকে বিশাল পরিসরে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে নাসার 'রোমান গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ'। বিজ্ঞানীদের আশা, এই অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের বহু অজানা তথ্য সামনে আনবে। এমনকি সৌরজগতের বাইরে 'আরও এক পৃথিবী'র সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। রবিবার আমেরিকার ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেঃটার থেকে স্পেসএক্সের 'ফ্যালকন হেভি' রকেটে চেপে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে রোমান টেলিস্কোপ। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৪টা ৫৭ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয়। উৎক্ষেপণের পর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে মহাবিশ্বের বিশাল অংশের উপর নজরদারি চালাবে এই টেলিস্কোপ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সূর্য-পৃথিবী ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বা এল২ অঞ্চলে অবস্থান করবে রোমান। সাধারণ কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না এটি। বরং সূর্য ও পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ভারসাম্যের সুবিধা নিয়ে এল২ অঞ্চলের কাছে স্থিতিশীল অবস্থানে থেকে পর্যবেক্ষণ চালাবে। এর ফলে তুলনামূলক কম জ্বালানি ব্যবহার করেই দীর্ঘ সময় ধরে মহাকাশের দিকে নজর রাখা সম্ভব হবে। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে না বৈজ্ঞানিক গবেষণা। নাসার পরিকল্পনা অনুযায়ী, টেলিস্কোপটিকে পুরোপুরি প্রস্তুত করতে প্রায় তিন মাস সময় লাগবে। এই সময়ে ধাপে ধাপে বিভিন্ন যন্ত্র ও সিস্টেম সক্রিয় করা হবে। প্রতিটি যন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা পরীক্ষা করার পরই শুরু হবে মূল বৈজ্ঞানিক অভিযান। রোমানের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। টেলিস্কোপটির প্রধান আয়না বা মিররের ব্যাস প্রায় ২.৪ মিটার, যা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সমান। কিন্তু রোমানের বিশেষ ' ফিল্ড ইন্সট্রুমেন্ট' একসঙ্গে হাবলের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেশি আকাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের অত্যন্ত বিস্তারিত ছবি তোলার পাশাপাশি বিপুল পরিসরে মহাবিশ্বকে জরিপ করা যাবে। বিজ্ঞানীদের অন্যতম লক্ষ্য সৌরজগতের বাইরে থাকা গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেটের সন্ধান করা। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে এমন গ্রহের হদিশ মিলতে পারে, যেগুলির পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্বের উপযোগী কি না, তা নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে। তবে শুধু 'আরও একটি পৃথিবী'র খোঁজ নয়, রোমানের গবেষণার পরিধি আরও বিস্তৃত। ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি এবং গ্যালাক্সির বিবর্তনের মতো মহাবিশ্বের গভীর রহস্যের উত্তর খুঁজতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই টেলিস্কোপ। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ যেখানে মহাকাশের নির্দিষ্ট বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম, সেখানে রোমানের মূল শক্তি হবে বিশাল আকাশজুড়ে দ্রুত ও ব্যাপক জরিপ চালানো। ফলে দুই টেলিস্কোপের তথ্য একত্রে বিশ্লেষণ করলে মহাবিশ্বের 'ক্লোজ-আপ' ও 'ওয়াইড অ্যাঙ্গেল'-দুই ধরনের ছবিই বিজ্ঞানীদের হাতে আসবে। রোমানের এই যাত্রা তাই শুধুমাত্র একটি মহাকাশ টেলিস্কোপের উৎক্ষেপণ নয়। মহাবিশ্বে আমরা একা কি না, কীভাবে গ্যালাক্সি ও গ্রহের জন্ম ও বিবর্তন ঘটেছে এবং মহাবিশ্বের অদৃশ্য শক্তিগুলি কীভাবে কাজ করে-এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পথে এটি হতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়।

# রাজ্যের আবেদনে 'শেষবার' বাড়ানো হল সময়সীমা

**১-র পাতার পর**-অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না রাজ্যকে। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে সাময়িকভাবে আইনি সংকট কাটলেও চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরও বাড়ল বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। সুপ্রিম কোর্ট বাড়তি সময় দেওয়ায় ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি নিষ্পত্তির পর নতুন করে প্যানেল তৈরি ও কাউন্সেলিং পর্ব সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে এসএসসি। তবে নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ায় ক্ষোভ জমছে বঞ্চিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। কমিশন জানিয়েছে, আইনি দিকগুলি দ্রুত সমাধান করে আদালতের নতুন মেয়াদের মধ্যেই স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে তারা বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত, প্রথম দফায় সুপ্রিম কোর্ট ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেও পরে তা বাড়িয়ে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট করেছিল। সেই মেয়াদ শেষেই ফের আবেদন জানানো হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় নবম-দশম শ্রেণির জন্য ২ লক্ষ ৯৩ হাজার এবং একাদশ-দ্বাদশের জন্য ২ লক্ষ ২৯ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেন। কমিশনের দাবি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে প্যানেল চূড়ান্তের কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে ২১টির কাউন্সেলিং সম্পন্ন করে ইতিধ্যেই ৩৫৮৬ জনকে নিয়োগের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্যদে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকাও তৈরি।

# নাম না করে মমতাকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

**১-র পাতার পর**-আইসক্রিম ফ্যাক্টরি করবে, যা ১০ থেকে ২০ হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। উত্তর ২৪ পরগনার এই মহিলা কো-অপারেটিভ সমিতিকে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ সভার অনুমোদন ও বাই-ল সংশোধনের আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নিবন্ধক বৈভব চৌধুরীকে নির্দেশ দেন আইনি শর্ত পূরণ হলে ফাইল ফেলে না রেখে দ্রুত এনওসি দিতে। একই সঙ্গে সমবায়কে বাঁচাতে বোর্ডের সদস্যদের ২টি সতর্কতা দেন তিনি, ১. সিকিউরিটি ছাড়া কেবল আত্মীয়তার খাতিরে লোন দেওয়া যাবে না। ২. রাজনৈতিক নেতা বা পরিচিত মুখ হলেও ঋণখেলাপীদের ছাড় দেওয়া চলবে না। এনপিএ হলে আইনি নোটিস পাঠাতেই হবে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অডিট শেষ করার পরামর্শ দেওযার পাশাপাশি অতিরিক্ত অভ্যর্থনা খরচ কমিয়ে 'ম্যানেজমেন্ট কস্ট' নিযন্ত্রণের আহ্বান জানান। আগামী ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর সমবায় সপ্তাহে আন্দোলনের গুরুত্ব প্রচারের বার্তা দেন এবং মনে করিয়ে দেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ নিজেও এক সময় আমদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। কর্নাটক, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের মতো বাংলাতেও সমবায় বিপ্লব ঘটানোর আহ্বান জানান তিনি।

# 'হতাশাবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী মুখ থুবড়ে পড়ল, ভারত আবারও বিকশিত'

**১-র পাতার পর**- মুখ থুবড়ে পড়ল, ভারত আবারও বিকশিত হল।' প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, যাঁরা ভারতের অর্থনীতি নিয়ে হতাশার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁদের সেই আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষের একই ত্রৈমাসিকে জিডিরি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে সেটাই হয়েছে ৭.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি-র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই পরিমাণ ছিল ৭৫.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। জিডিপিবৃদ্ধির এই হার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ৭ শতাংশ পূর্বাভাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। জুনে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য আরবিআই ৭ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল।

# যাঁদের গাড়ি বা বাইক আছে, তাঁদের নিয়ে বড় বার্তা অগ্নিমিত্রার

**১-র পাতার পর**-দেন তিনি। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, ''ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে না কোথায় পার্কিং আছে। অনেকে বলছেন ম্যাডাম জানব কী করে কোথায় পার্কিং আছে, আপনি কেস দিয়ে দিচ্ছেন।'' তিনি আরও জানান, ''ধরুন আপনি এসপ্ল্যানেড যাচ্ছেন। ওই অ্যাপটা খুলে দেখে নেবেন কোথায় কোথায় পার্কিং রয়েছে। আমরা খুব দ্রুতই এই অ্যাপ আনছি। তবে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি বেআইনি ভাবে পার্কিং করবেন না।'' এখানে উল্লেখ্য, গত শনিবার নবান্নে এই সকল পার্কিং নিয়ে একটি বৈঠক করেন অগ্নিমিত্রা পাল। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কোন পৌর এলাকায় কতগুলি জায়গায় সরকারি ভাবে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এমনকী কোথায় বেশি গাড়ি থাকে সেই জায়গাও বাছা হয়। সংশ্লিষ্ট সেই জায়গাগুলির বাইরে অন্য কোথাও গাড়ি বা মোটরবাইক পার্কিং করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জরিমানা করা হবে বলেও ঠিক করা হয়।

# হাওড়া স্টেশনে 'স্টেশন মহোৎসব' উদযাপন করল হাওড়া ডিভিশন

হাওড়া, ৩১ আগস্ট ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্বে এবং হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী বিশাল কাপুরের তত্ত্বাবধানে, রেল মন্ত্রকের নির্দেশনা অনুযায়ী, হাওড়া ডিভিশন আজ ঐতিহাসিক হাওড়া স্টেশনে গর্বের সঙ্গে 'স্টেশন মহোৎসব' উদযাপন করল। ভারতের আইকনিক রেলস্টেশনগুলির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্বকে স্মরণ ও উদযাপন করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। হাওড়া ডিভিশনের হেরিটেজ উইং-এর উদ্যোগে এবং সিনিয়র ডি.এম.ই. শ্রী দীপ্তেশ কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে রেলযাত্রী, রেলকর্মী এবং সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে, ঐতিহাসিক বড় ঘড়ির ঠিক সামনে বিকেলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার D.R.M. শ্রী বিশাল কাপুর, ADRMOP শ্রী সচিন সুমন, হাওড়া ডিভিশনের অন্যান্য শাখার আধিকারিকবৃন্দ, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরা, সাংস্কৃতিক শিল্পীরা, রেলকর্মী এবং সাধারণ মানুষ।হাওড়ার DRM শ্রী বিশাল কাপুরের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিনি হাওড়া স্টেশনের গৌরবময় ইতিহাস, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি ও বিকাশে এই স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেল ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও তা তুলে ধরার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। এরপর একের পর এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর হযে.ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। এর মধ্যে ছিল আকর্ষণীয়.নুক্কড় নাটক (পথনাটিকা) এবং বর্ণময় নৃত্য পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা যোগ করে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরা হাওড়া স্টেশনের ঐতিহাসিক চত্বরে এক মনোজ্ঞ পতাকা মার্চ পরিচালনা করেন।অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'স্টেশন মহোৎসব'-এর উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হিলিয়াম বেলুন উড়িয়ে দেওয়া। এই প্রতীকী কর্মসূচি হাওড়া ডিভিশনের অব্যাহত যাত্রা, আকাঙ্ক্ষা ও অগ্রগতির প্রতীক হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে তার গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর সংযোগকে পুনরায় তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের আরেকটি প্রধান আকর্ষণ ছিল বিশেষভাবে সাজানো একটি হেরিটেজ গ্যালারি-র উদ্বোধন। এই গ্যালারিতে হাওড়া স্টেশন এবং হাওড়া ডিভিশনের গৌরবময় ও নস্টালজিয়ায় ভরা অতীত থেকে বর্তমানের আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। গ্যালারিতে রয়েছে দুর্লভ আলোকচিত্র, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং মডেল ট্রেন, যা দর্শনার্থীদের রেলব্যবস্থার বিবর্তন এবং কয়েক দশক ধরে হাওড়া স্টেশনের রূপান্তর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। ভারতীয় রেলের ধারাবাহিক প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতির পাশাপাশি অতীতের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিত্রগুলিকে একত্রিত করে এই হেরিটেজ গ্যালারিটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

# 'তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন', তৃণমূলের প্রতীক ও তহবিল নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

**১-র পাতার পর**-পৌঁছয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দরবারে। গত ২ জুলাই নির্বাচন কমিশন উভয় পক্ষকে নোটিস পাঠিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে বলে। ৬ জুলাই দুই শিবিরের পক্ষ থেকেই প্রাথমিক জবাব পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে নথিপত্র পেশের কাজ শেষ হলে কালীঘাট শিবিরের পক্ষে সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষেরা তথ্যপ্রমাণ জমা দেন। তবে ঋতব্রত শিবির কমিশনের কাছে অতিরিক্ত সময় দাবি করে। সেই আবেদনের বিরোধিতা করে ২৯ জুলাই প্রথমবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশন কেন অন্য পক্ষকে বাড়তি সময় দিচ্ছে, তা নিয়ে আপত্তি তোলার পাশাপাশি দ্রুত ফয়সালার আর্জি জানান। ধারণা করা হয়েছিল, ১৫ আগস্টের মধ্যেই প্রতীক ও তহবিলের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু পুরো মাস পার হতে চললেও কমিশন নীরব থাকায় সোমবার শেষ দিনে আবারও কমিশনকে মনে করিয়ে চিঠি দিলেন মমতা। কমিশনকে পাঠানো এই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বহু দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, এবার দ্রুত প্রতীক ও ফান্ডের ফয়সালা করা হোক। জানা গিয়েছে, দলীয় প্রধানের চিঠির সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিধায়কের লিখিত বক্তব্যও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ওই বিধায়করা দাবি করেছেন, পূর্বে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। হঠাৎ কোন কোন বিধায়ক নতুন করে এই লিখিত বক্তব্য দিলেন, তা নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে চরম জল্পনা শুরু হয়েছে। কমিশন এখন এই চিঠির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেয়, সে দিকেই নজর সবার।

# নেপালে মৃত বেড়ে ৯০৩, আবার বাড়ছে

**১-র পাতার পর**-গিয়েছে বলে খবর। ফলে ওই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত বুধবার নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী এলাকায় শুরু হয়েছিল প্রকৃতির তাণ্ডব। প্রাথমিক তদন্তে গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্স্টকেই এই হড়পা বানের কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। পাহাড় থেকে বরফ, বিশাল পাথর, কাদা এবং ধ্বংসাবশেষের বিপুল স্রোত নেমে এসে একটি লেকে পড়ে। সেই লেকের বাঁধ ভেঙে সেই জল-সহ আগের কাদা-মাটি-নুড়ি উপত্যকার জনবসতি ও গ্রামগুলির দিকে ধেয়ে আসে। নেপালের পাশাপাশি সীমান্ত পেরিয়ে চিনের দিকেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায়। প্রশাসনের আশঙ্কা, বন্ধ হয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গের ভিতরে এখনও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন। এই প্রকল্পে কাজ করা শতাধিক মানুষের কোনও খোঁজ নেই। তাঁদের উদ্ধারে দিন-রাত এক করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এদিকে, বিপর্যয়ে তিব্বতও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ ৫৪৬। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিখোঁজদের খোঁজে সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন ।

# 'আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী'

**১-র পাতার পর**- হস্তান্তর আজ থেকে শুরু হল। আগস্ট মাসে নন্দীগ্রামের ৬৭ হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার নাম যাচাইকরণের কাজ চলছে, যোগ্য বিবেচিত হলে তাঁরাও এই অর্থ পাবেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। রেয়াপাড়া রুরাল হেলথ সেন্টারের শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৬০ করা হল। আমদাবাদ পিএইচসি এবং বয়াল প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের সংস্কারের কাজ শুরু হল। মহেশপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে আপগ্রেড করার পাশাপাশি চিকিৎসকদের নৈশপ্রবাস সুনিশ্চিত করতে কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে 'মাতৃ মা' ভবনের কাজের সূচনা করা হয়েছে, যেখানে রোগীদের পরিজনদের জন্য নাইট শেল্টারের ব্যবস্থা থাকবে। খুব শীঘ্রই চালু হবে 'প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র'। পাশাপাশি মাত্র ৫ টাকায় খাবারের জন্য চালু করা হল 'মা' ক্যান্টিন। দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে আর তমলুকে ময়নাতদন্তের জন্য যেতে হবে না নন্দীগ্রামেই নিজস্ব পুলিশ মর্গের শুভ সূচনা ও ঘোষণা করা হয়। বিনামূল্যে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সার্বজনীন অধিকারের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''২.৫ লক্ষ মানুষকে 'আয়ুষ্মান ভারত' এবং নিয়মের জটিলতায় আটকে যাওয়া আরও ৮৭ হাজার মানুষকে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা'র কার্ড দেওয়া হচ্ছে। পূর্বতন সরকারের ভুয়ো 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডে রাজ্যে ১,৭০০টি হাসপাতালে সুযোগ মিলত। কিন্তু নতুন দুই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ১,৯০০টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ছাড়াও দিল্লির এইমস, ভুবনেশ্বর এইমস, ভেলোরের সিএমসি, মুম্বইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল, ব্যাঙ্গালোর, চণ্ডীপুর পিজিআই, নাগপুর, সুরাট ও হায়দরাবাদের ড. রেড্ডির মতো প্রথম সারির হাসপাতালে সুবিধা পাওয়া যাবে। শুভেন্দু জানান, গত ১৬ আগস্ট প্রকল্প চালুর পর থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৬,৮০০ জন উপকৃত হয়েছেন।

# আল-হেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা সভা

আব্দুল হাফিজ খাঁন (হাওড়া)ঃ-আল-হেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা সভা হাওড়ার উলুবেড়িয়া তেহট্ট কাটরা মোড় নবারুণ ফুটবল মাঠে হযে.গেল আল-হেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের বাসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা সভা। রবিবার। এদিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। এদিন আল-হেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের ক্যাম্পাসের পাশেই প্রায় ৩০০ কচি-কাঁচা নানা সাজে সজ্জিত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ জমে ওঠে। ছাত্র-ছাত্রীদের দেশাত্মবোধক নাচ, গান, নাটক, বক্তব্যে মেতে ওঠে সকলে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনীত নাটক 'দেশমাতা' উপস্থিত দর্শকদের আকর্ষণ করে। ছোট্ট কচি কাঁচারা তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তুলে ধরে উপস্থিত দর্শকদের সামনে। ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক ছাড়াও এলাকার মানুষ এই অনুষ্ঠানে ভী। জমান। পিছিয়ে পড়া এই এলাকায় আল-হেরা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কম্পিউটার ট্রেনিং ও টেলারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আল-হেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের তরফে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণকরী ছাত্রী-ছাত্রীদের হাতেও এদিন পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। তাদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন- আলহেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাবিয়া খাতুন ও স্টেপ টেকনিক্যাল কলেজের প্রজেক্ট ম্যানেজার-শারফিলা খাতুন। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক-চিরন বেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভঙ্কর গোঁড়া , আলহেরা ফাউন্ডেশনের চেয়ার ম্যান, আলতাফ হোসেন লস্কর, ভাইস চেয়ারম্যান জোহরা খাতুন, ডিরেক্টর- মহম্মদ জাহির আব্বাস, কাঁটাবেড়িয়া দ্বারুল উলুম মাদ্রাসার সম্পাদক আজমল হুদা, 'নবপরিতর্ন ধারা'-র অর্গানাইজার দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিন আলহেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের পক্ষে -ডিরেক্টর মহম্মদ জাহির আব্বাস বলেন, আলহেরা ফাউন্ডেশন পরিবারের মাধ্যমে এখানে অল্প খরচে উন্নত মানের পড়াশুনা করানো হয়। নানা সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী চলে এখানে। সেইসঙ্গে গভর্নমেন্টের শর্ট টার্ম প্রজেক্টের প্রশিক্ষণ এখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠান এলাকার বেশ সাড়া ফেলে।

# প্রেমিকের সঙ্গে বচসায় সাততলা থেকে ঝাঁপ!

বেঙ্গালুরু, ৩১ আগস্ট ঃ বেঙ্গালুরুতে লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে বচসার পর ভয়াবহ পরিণতি। সাততলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল ২৩ বছরের এক তরুণীর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিসাধীন তাঁর ৩০ বছরের লিভ-ইন পার্টনার। রবিবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঠিক কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত, তা খতিয়ে দেখছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম জননী। পেশায় তিনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বেঙ্গালুরুর একটি পিজিতে ৩০ বছরের এক যুবকের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন তিনি। ওই যুবক একটি লজিস্টিক সংস্থায় কর্মরত। দু'জনেরই বাড়ি তামিলনাড়ুর পুদুচেরিতে। কর্মসূত্রেই বেঙ্গালুরুতে বসবাস করছিলেন তাঁরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রবিবার কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়।


## তিরিহান্না কোং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৫, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ tirrihannah.ho@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.tirrihannah.co.in
সিআইএন নং.ঃ এল৭৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯০৮পিএলসি০০১৮৩৮

### ১১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স তিরিহান্না কোং লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') উক্ত সভার আহ্বানসূচক বিজ্ঞপ্তিতে ('বিজ্ঞপ্তি') উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার (ভারতীয় মান সময়) তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০১ ধারা (তদধীন প্রণীত বিধিমালাসহ), এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর ৩৬ নম্বর প্রবিধান এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (তদধীন বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়নসহ, যা বর্তমানে বলবৎ আছে)-এর বিধান অনুযায়ী, ১১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-অর্থাৎ মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, ২১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা আরটিএ-এর কাছে নিবন্ধিত ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতিতে ডাকযোগে পোস্টাল ঠিকানায় ভৌত অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর প্রক্রিয়াটি ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tirrihannah.co.in, সিএসই-এর ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর ('এনএসডিএল')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা (কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি-সংশোধিত রূপসহ-এর সাথে পঠিতব্য, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (তদধীন বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়নসহ, যা বর্তমানে বলবৎ আছে)-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রবিবার সকাল ৯:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে আর রিমোট ই-ভোটিং-এর সুযোগ থাকবে না। এই সময়সীমার মধ্যে, কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ **১৬ই সেপ্টেম্বর**, ২০২৬-এ কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

যেসব ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **১৬ই সেপ্টেম্বর**, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে যাঁরা আর কোম্পানির সদস্য নন কিন্তু এই নোটিশটি পেয়েছেন, তাঁরা এটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য প্রাপ্ত বলে গণ্য করবেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য কোম্পানি এজিএম-এ পোলিং পেপার / ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে-তবে শর্ত থাকে যে, তাঁরা যেন এর আগে রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট না দিয়ে থাকেন। অবশ্য, যেসব সদস্য এজিএম-এর আগেই 'রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারলেও পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। যদি কোনো সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমেভোট প্রদান করেন, তবে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিই গ্রাহ্য হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালট-ভিত্তিক ভোটদান প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতি টুইঙ্কল আগরওয়াল (সিওপিঃ ২৫৬০৫)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৪২-এর বিধান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এজিএম-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ টোল-ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন কিংবা এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে-কে evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

তিরিহান্না কোং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রীতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬



### শিমুরালি, হালিসহর ও ইছাপুর স্টেশনে শিয়ালদহ-রাণাঘাট-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ অব্যাহত

**৩১৬৩৮ রাণাঘাট-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল** এবং **৩১৬৩৭ শিয়ালদহ-রাণাঘাট এসি ইএমইউ লোকাল** ট্রেনের উভয় অভিমুখে **শিমুরালি, হালিসহর** ও **ইছাপুর** স্টেশনে অস্থায়ী অতিরিক্ত স্টপেজ পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে **৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** অব্যাহত থাকবে।

### শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি শাখায় দুটি লোকাল ট্রেনের সম্প্রসারিত পরিষেবা অব্যাহত

**সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি ৩১৬২৯ আপ শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি স্পেশাল** ট্রেন হিসাবে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশন পর্যন্ত **৩১৬২৯ শিয়ালদহ-রাণাঘাট লোকাল** ট্রেনের অস্থায়ী সম্প্রসারিত পরিষেবা এবং **সোমবার থেকে শনিবার অবধি ৩১৬১৪ ডাউন কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-শিয়ালদহ স্পেশাল** ট্রেন হিসাবে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশন থেকে **৩১৬১৪ রাণাঘাট-শিয়ালদহ লোকাল** ট্রেনের অস্থায়ীভাবে যাত্রা শুরুর ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে **০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** অব্যাহত থাকবে। এই ট্রেনগুলির সম্প্রসারিত পরিষেবার সময়সূচী পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বহাল থাকবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


**NAME CHANGE**

I, Kabirul Mandal (Old Name) S/O–Jalal Uddin Mondal resident of Uttar Datta Para, Mollabelia, Haringhata, Ranaghat , Nadia, West Bengal, Pin-741249 do hereby declared that I have changed my name from Kabirul Mandal to Kabirul Mondal and henceforth I shall be known as Kabirul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Kabirul Mondal & Kabirul Mandal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Manoj Jain (Old Name) S/O–Manik Chand Jain residing at 9, Ratan Sahar Ghat Gali , PO-Khagra , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742103 do hereby declared that I have changed my name from Manoj Jain to Manoj Kumar Jain and henceforth I shall be known as Manoj Kumar Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Manoj Kumar Jain & Manoj Jain both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ramkrishna Kangshbanik (old name) Son of Brindaban Kangshbanik, resident of Shibalaya, Adikashimpur, North 24 Parganas Pin-743248, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Ramkrishna Kangshbanik (old name) to Ramkrishna Kangsabanik (new name) and henceforth I Shall be known as Ramkrishna Kangsabanik (new name) in all purpose, vide affidavit no-13, sworn before the Notary public at Kolkata on 27/08/2026. Ramkrishna Kangsabanik (new name) and Ramkrishna Kangshbanik (old name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Reema Jaiswal alies Rima Devi Jaiswal (Old Name) W/o Sudhir Jaiswal Residing at 17/H/3, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700 015 do hereby declare that I have Changed my name from Reema Jaiswal & Rima Devi Jaiswal (Old Name) to Rima Jaiswal (New Name) and henceforth I shall be known as Rima Jaiswal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 13/2026 Sworn before the Notary public at Kolkaata on Dated 21-08-2026. RIMA JAISWAL (New Name) and REEMA JAISWAL alies RIMA DEVI JAISWAL (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, SK RAJIMUDDIN (Old Name) S/o Sk Ashraf Ali Residing at Vill-Charkola, P.O.-Aswinkota, P.S.-Kotulpur, Dist.-Bankura, PIN-722141 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from SK RAJIMUDDIN (Old Name) to SK AJIMUDDIN (New Name) and henceforth I shall be known as SK AJIMUDDIN (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 1064 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on Dated 14-08-2026. SK RAJIMUDDIN (Old Name) and SK AJIMUDDIN (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Anindya Dey (Old Name) S/o Arun Dey Residing at 101, Nelinagar, Flat 3A, 3rd Floor , P.O. Haltu, Kolkata-700078 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Anindya Dey (Old Name) to Anindya Kumar Dey (New Name) and henceforth I shall be known as Anindya Kumar Dey (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on Dated 29-08-2026. Anindya Dey (Old Name) and Anindya Kumar Dey (New Name) both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Titli Mukherjee, D/O Goutam Mukherjee, গ্রামঃ কেউহাট, পোঃ কুমারপুর, থানা ঃ ময়ুরেশ্বর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার নামের সঠিক বানান Titli Mukherjee, D/O Goutam Mukherjee. কিন্তু আধার কার্ডে আমার নামের বানান আছে Titli Mukharjee আমার ভোটার ও রেশন কার্ডে আমার এবং বাবার নামের বানান লেখা হয়েছে Titli Mukharjee, D/O Goutam Mukharjee. আমার প্যান কার্ডে আমার এবং বাবার নামের বানান লেখা হয়েছে Titli Mukharjee, D/O Goutam Mukherjee. আমার মায়ের সঠিক নামের বানান Papiya Mukherjee. কিন্তু আমার জন্ম শংসাপত্রে আমার, বাবা এবং মায়ের নামের বানান লেখা হয়েছে Titly Mukharjee, D/O Goutam Mukharjee, Papia Mukharjee. ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতের ৪০২৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমি Titli Mukherjee and Titli Mukharjee and Titly Mukharjee, আমার বাবা Goutam Mukherjee and Goutam Mukharjee, আমার মা Papiya Mukherjee and Papia Mukharjee এক এবং অভিন্ন।

**NAME CHANGE**

I, Manika Majumdar (old name) W/o- Sankar Majumdar residing at Swarnakhali, Swarnakhali, Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin-741506 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANIKA MAJUMDAR to RAKHI MAJUMDER and henceforth I shall be known as RAKHI MAJUMDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 31/08/2026. MANIKA MAJUMDAR (old name) and RAKHI MAJUMDER (new name) both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Asgar Ali, S/O Edrak Ali, গ্রামঃ শ্রীকৃষ্ণপুর পাখুরিয়া, পো থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম, ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার নাম সঠিক নাম Edrak Ali. কিন্তু আমার পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের মাদ্রাসা এডুকেশন সার্টিফিকেটে বাবার নামের জায়গায় Md Idrak Ali লেখা রয়েছে। ২১.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় কোর্টের ৮৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Edrak Ali and Md Idrak Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি Iran Khan, S/O Muktar Sekh. গ্রামঃ পো ঃ বসোয়া, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম, ৭৩১২০২ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Muktar Sekh. কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম Kalia Khan লেখা রয়েছে। ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Muktar Sekh and Kalia Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি Md Mustafa, S/O Md. Nasir Sk, গ্রামঃ গোকুলপুর, পোঃ নোয়াপাড়া, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ছেলের সঠিক নাম Kasem Sekh. কিন্তু আধার কার্ডে ছেলের নাম Abdul Kadir Sekh লেখা রয়েছে। ৩০.১২.২০২৫ তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৩৬৩৫৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Kasem Sekh and Abdul Kadir Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**NAME CHANGE**

I, Sukumar Mandal (Old Name) S/O–Rajyeswar Mandal residing at Lalbazar , Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Sukumar Mandal to Sukumar Mondal and henceforth I shall be known as Sukumar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Sukumar Mondal & Sukumar Mandal both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Naintara Mondal (Old Name) W/O–Sukumar Mondal residing at Lalbazar , Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Naintara Mondal to Nayantara Mandal and henceforth I shall be known as Nayantara Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Nayantara Mandal & Naintara Mondal both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Rafiya (Old Name) W/O–Md Nasiruddin resident of Har Palasa , Sainthia, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Rafiya to Rafiya Bibi and henceforth I shall be known as Rafiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Rafiya Bibi & Rafiya both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Faijal Haque Mondal & Faijel Haque Mondal (Old Name) S/O–Shukrali Mondal residing at Darjipara , Kastadanga , Haringhata , Dist-Nadia, West Bengal 741257 do hereby declared that I have changed my name from Faijal Haque Mondal & Faijel Haque Mondal to Fajel Haque Mondal and henceforth I shall be known as Fajel Haque Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Fajel Haque Mondal & Faijal Haque Mondal & Faijel Haque Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sajjad Shaikh (Old Name) S/O–Golab Sk resident of Notkuli Dihipara, Mokterpur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Sajjad Shaikh to Sajjad Sk and henceforth I shall be known as Sajjad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/08/2026 . My name Sajjad Sk & Sajjad Shaikh both are same and one identical person.

# তপনের মাটির নীচে লুকিয়ে ইতিহাস প্রাচীন ভাস্কর্য স্থাপত্যাংশ ঘিরে পূর্ণাঙ্গ প্রত্নসমীক্ষার দাবি জোরালো

রতন দে, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ আগস্ট ঃ প্রাচীন ভাস্কর্য পুরনো ইট এবং ভগ্ন স্থাপত্যের নানা অংশ ছড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের পাথরপুঞ্জি দিনগর ও

গৌরীপুরে। এই প্রত্ননিদর্শনগুলি ঘিরে নতুন করে জোরালো হয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রত্নসমীক্ষার দাবি। ইতিহাস গবেষকদের মতে নিদর্শনগুলির শিল্পরীতিতে পাল-সেন যুগের সম্ভাব্য প্রভাবের ইঙ্গিত থাকলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া এগুলির সময়কাল বা প্রকৃত ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তপনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলি দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত মহলের নজরে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া ভাস্কর্য ইট ও স্থাপত্যাংশ কোনও বৃহত্তর প্রাচীন বসতি ধর্মীয় কেন্দ্র বা দুর্গ স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের অংশ কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এগুলি অন্য কোনও ঐতিহাসিক পর্বের সাক্ষ্যও হতে পারে। ফলে অনুমানের বদলে পরিকল্পিত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই নিদর্শনগুলির প্রকৃত পরিচয় ও গুরুত্ব নির্ধারণের দাবি উঠেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার বলেন বাণগড় তথা প্রাচীন কোটিবর্ষ (দেবীকোট)-এর বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিসরের সঙ্গে তপনের এই অঞ্চলগুলির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অনুমানের বদলে তার জন্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা জরুরি। পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সুরজ দাশের বক্তব্য ছড়িয়ে থাকা প্রত্নবস্তুগুলির দ্রুত নথিভুক্তকরণ ও সংরক্ষণ জরুরি। তাঁর মতে চাষাবাদ নির্মাণকাজ এবং সময়ের ক্ষয়ের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রতিটি নিদর্শনের অবস্থান ধরন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নথিভুক্ত করে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত মহলের মতে শুধু ভাস্কর্যের শিল্পরীতি বা ইটের আকার দেখে কোনও নিদর্শনকে নির্দিষ্ট যুগের বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। মাটির স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণ স্থাপত্যরীতির তুলনামূলক বিচার প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত কালনির্ধারণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া সম্ভব। কোনও জৈব উপাদান পাওয়া গেলে তার বয়স নির্ধারণে কার্বন-১৪ পরীক্ষার মতো পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রাথমিক সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর বা কাঠামোর সন্ধান মিললে পরবর্তী পর্যায়ে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রত্নখননের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে মত গবেষকদের। তাতে তপনের এই অঞ্চল কোনও প্রাচীন জনপদ ধর্মীয় কেন্দ্র কিংবা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরের অংশ ছিল কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। তাই গবেষকদের দাবি প্রথমে নিদর্শনগুলির পূর্ণাঙ্গ নথিভুক্তকরণ ও প্রত্নসমীক্ষা করা হোক। তার পরে প্রমাণের ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন হলে প্রত্নখননের পথে এগোনো হোক। তপনের মাটির নীচে সত্যিই কোনও অজানা ইতিহাসের স্তর চাপা পড়ে রয়েছে কি না তার উত্তর মিলতে পারে প্রমাণনির্ভর অনুসন্ধানেই।

# গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন মজবুত করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ৩১ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র নেটওয়ার্কজুড়ে পণ্য পরিবহন সহজতর করতে এবং রেলওয়ের পণ্য পরিবহন থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহক-কেন্দ্রিক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো পণ্য হ্যান্ডলিং সুবিধা উন্নত করা, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা এবং রেল-বেসড লজিস্টিকস ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এই উদ্যোগগুলির অংশ হিসেবে, তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত মরাহাট স্টেশনটি ১ জুলাই ২০২৬ থেকে অভ্যন্তরীণ পিএসসি স্লিপার পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ মিসামারি স্টেশনকে ২১ জুলাই ২০২৬ থেকে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনের জন্য চালু করা হয়েছে, যার ফলে পণ্য পরিবহনের কাজ সহজ হয়ে গেছে এবং কার্গো চলাচল আরও ভালোভাবে হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন ডিভিশনে নানা ধরণের পণ্য লোডিং-এর ফলে পরিবহনের মাধ্যমে আয়ও অর্জন করেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ফালাকাটা থেকে রানিবেন্নুর পর্যন্ত ভুট্টাবোঝাই একটি রেক থেকে ০.৭৪ কোটি টাকা পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তুফানগঞ্জ থেকে জিরানীয়া পর্যন্ত চাল বোঝাই আরও একটি রেক থেকে ০.২৯ কোটি টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে। কাটিহার ডিভিশনের অধীনে, পূর্ণিয়া, রানীপাত্র, আরারিয়া, জালালগড়, রহমতপুর, বাথনাহা, সুর্যকমল, ডালখোলা এবং কাটিহার থেকে ভুট্টার কনসাইনমেন্টের ৪৩টি রেক লোড করা হয়, যার ফলে ২৯.৭২ কোটি টাকার মালবাহী রাজস্ব আয় হয়। লামডিং ডিভিশনেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ফ্রেইট লোডিং রেকর্ড করা হয়েছে। স্টোন চিপস-এর মোট ৩১৫টি ওয়াগন বুক করা হয়, যার মাধ্যমে ১.৩৭ কোটি টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে। এছাড়াও, সিমেন্টের ১,৯২১টি ওয়াগন বুক করা হয়, যার ফলে পণ্য পরিবহন থেকে ৯.০৬ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে।

**সাধারন বিজ্ঞপ্তি**

মোকাম বালুরঘাট অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত (1 Court), দক্ষিণ দিনাজপুর।

Misc. Appeal 13/2025

Appellants Respondents.

Bibhuti Das & ors Vs. Kajal Mandal & ors

3. Nayan Mandal, all sons of Late Nibash Mandal, Vill. Maniko, P.O. Powrahar, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur.

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত নং মিস অ্যাপীল মোকদ্দমায় অ্যাপীল্যান্ট পক্ষ আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইতিপূর্বে আপনার বরাবর সমনাদি প্রেরন করিলেও আপনি তা গ্রহন না করায় মাননীয় আদালতের আদেশ মোতাবেক অত্র পত্রিকায় আপনার নামে বিজ্ঞপ্তি প্রদানে আপনাকে অবহিত করানো হইল যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় গত ইং ০৫.০৯.২০২৬ তারিখে শুনানির জন্য দিন ধার্য্য রহিয়াছে। ইহাতে আপনার কোন ব্যক্তব্য রহিলে আপনি উক্ত তারিখে নিজে অথবা আপনার নিযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা শুনানি করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে

সেরেস্তাদার
Bcl
A.D.J. 1st Court
Balurghat, D/Dinajpur

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল 1. পরিমল দাস পিতা স্বর্গীয় হরিপদ দাস 2. সুব্রত সরকার পিতা স্বর্গীয় নির্মল সরকার 3. কমলেশ দাস পিতা স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র দাস 4. বন্দন দে পিতা শক্তি পদ দে, ইং- 10/07/2024 তারিখে A.D.S..R HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত বুক নং I CD VOLLUM নং 0502- 2024 BEING নং 050207400 আমমোক্তার নামা দলিল মূলে 1. বিমান মণ্ডল পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন মণ্ডল 2. বিফল মণ্ডল পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন মণ্ডল 3. সর্বাণী মাল পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন মণ্ডল এর নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন চামরাইল মৌজার জে.এল. নং105 সাবেক 669 নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক 3961 নং দাগের হাল 4166,4167,4168,4169 নং খতিয়ান ভুক্ত 3885 নং দাগের মোট 106 শতক জমির মধ্যে আনুমানিক 44.75 শতক শালি জমি বিক্রি করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও বালি-জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
**১) শ্রীমতি ঝুমা রায় ২) শ্রী শিবেন্দ্র মোহন রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী জয়ন্ত সরকার**
ঠিকানাঃ **বামন পাড়া, থানা ও জেলা- জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **১) শ্রীমতি ঝুমা রায় ২) শিবেন্দ্র মোহন রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **46918- 21.11.14** নং বহি
________ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ দলিল নং **1235, Year 2020**
নামজারি কেস নংঃ **MN/___/0702/___**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-23, আর.এস. খতিয়ান -3795, আর.এস. দাগ নং. 5, L.R. সিট নং-23, L.R. দাগ নং. 5, L.R. Khatian মোট পরিমান ১১৪১ বর্গফুট ফ্লাট এরিয়া (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **১) শ্রীমতি ঝুমা রায় স্বামী- শিবেন্দ্র মোহন রায়**
পিতাঃ ২) শ্রী শিবেন্দ্র মোহন রায়, পিতা- মৃত যতীন্দ্র মোহন রায়
ঠিকানাঃ সপ্তদীপ এপার্টমেন্ট, মোহন্ত পাড়া, জলপাইগুড়ি

**Notice Inviting E-Tender**

**NIT No. WB/PUR/RNP-I/EO/NIeT-01/26-27 Sl no. 01 to 04 dt 25/08/2027**
**Last date of Bid Submission:- 07.09.2026 upto 6.00 PM**
**Date of Opening of Bid:-10.09.2026 upto 10.00 PM**
e-Tendering website: - **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
For more details Please visit to Raghunathpur-I Panchayat Samity intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

**Sd/- Executive Officer**
**Raghunathpur-I Panchayat Samiti**
**Memo NO:-1192/ICA/PURU Dt.-31/8/26.**

**আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড**
সিআইএন নং.ঃ এল৭০২০০ডব্লুবি২০১৮পিএলসি২২৭১৬৯
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম তল, রুম নং-১১, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ০৩৩-৪৪৫০ ০৫০০
ইমেল আইডিঃ secretarial@rdbrealty.com ওয়েবসাইটঃ

**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির **৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সদস্যদের কাছে পৃথকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/২০২৪ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 ('সেবি বিজ্ঞপ্তি')-এসবের বিধানাবলী মেনে যাকে একত্রে 'প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি' বলা হয়েছে, সদস্যদের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এই সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা নিজেদের লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com-এ সরাসরি সম্প্রচার (লাইভ ওয়েবকাস্ট) দেখতে পারবেন।

এমসিএ এবং এসইবিআই-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর ('ডিপোজিটরি') কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৮ম এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ৮ম এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম গণনার ক্ষেত্রে ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। ৮ম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com এবং বিএসই-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন কিন্তু এখনও তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত বা আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে-যাদের সাথে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রয়েছে-তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত বা আপডেট করে নেন।

কোম্পানি তার সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ('রিমোট ই-ভোটিং') সুবিধা প্রদান করছে, যারা **২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার** তারিখের কাট-অফ ডেট-এ কোম্পানির শেয়ার ধারণ করছেন এর মাধ্যমে তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। ফিজিক্যাল মোড বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যেসব সদস্য তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি-তাঁদের সবার জন্য রিমোট ই-ভোটিং এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজিএম-এ সদস্যদের অনুমোদনের জন্য বোর্ড ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করে রাখেন, যাতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

**আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড**-এর পক্ষে
স্বা/-
**রিতিক**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০৯.২০২৬

# হাওড়ার নাগরিক পরিষেবায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার ঘোষণা পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩১ আগস্ট ঃ একটু ধৈর্য্য ধরুন। আগামী দিনে হাওড়ার চেহারা বদলাবে। হাওড়ার নাগরিক পরিষেবায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার ঘোষণা পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-এর। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর হাওড়ার নাগরিক পরিষেবায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। সোমবার বিকেলে হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। এডিবির সহায়তায় তৈরি এই প্রকল্পে ৭০ শতাংশ অর্থ দেবে এডিবি এবং ৩০ শতাংশ রাজ্য সরকার। ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এদিন পুর প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে হাওড়া ও বালিতে বর্ষার জল জমার সমস্যা অনেকটাই মিটবে। পাশাপাশি রাস্তা সংস্কার ও শহরের আলো ব্যবস্থার উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্ষা শেষ হলেই ব্যাপক রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে এবং দুর্গাপুজোর আগেই লাইটিং সংক্রান্ত অভিযোগগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। এদিনের পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন। মন্ত্রীর দাবি, প্রতিদিন প্রায় ১৬-১৭ লক্ষ যাত্রী এই স্টেশন ব্যবহার করলেও স্টেশনের বাইরের পরিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত। বাসস্ট্যান্ড, সাবওয়ে, শৌচাগার, বাজার ও রাস্তার উন্নয়নে রেল, কেএমডিএ, হাওড়া পুরনিগম ও জেলা প্রশাসনকে নিয়ে জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা জানান তিনি। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাসস্ট্যান্ড, উপরে ট্যাক্সি-র্যাপিডো, মার্কেট ও বিনোদনমূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্নের পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান বাসস্ট্যান্ডে আপাতত অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির কাজও শুরু হবে। এছাড়া হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন গঙ্গার ধারকে পরিষ্কার করে সুন্দর প্যাসেজ তৈরি এবং মাছ বাজারকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক জি৫ পরিকাঠামোয় গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। নাগরিকদের সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়ে উমেশ রাই বলেন, রাস্তা-ঘাটে থুতু ফেলা, যত্রতত্র মূত্রত্যাগ ও আবর্জনা ফেলার অভ্যাস বদলাতে হবে। তাঁর কথায়, একটু ধৈর্য্য ধরুন। আগামী দিনে হাওড়ার চেহারা বদলাবে। প্রসঙ্গত, হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে সোমবার বিকেলে যৌথ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ হাওড়া স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করা হয়। এই যৌথ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক, KMDA-এর CEO, হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসক, হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিক- সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। হাও।। স্টেশনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের কারণে যানজট, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়ে যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনকালে স্টেশন সংলগ্ন এলাকার যানবাহন চলাচল ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পথচারীদের চলাচল, পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি পরিকাঠামো এবং নাগরিক পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সার্বিক সৌন্দর্যায়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়েও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী।

# চালতাবাগানের পুজোয় 'নিশান'

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ কোনো রকম রাখঢাক না করেই সোজাসাপ্টা বলে দেওয়া যাক- ত্বকে লেখা নাম, বাতাসে ভেসে চলা সুর আর মণ্ডপে ফুটে ওঠা শিল্প- এই তিনকে একসূত্রে বেঁধেই এ বার দুর্গাপুজোর ভাবনা মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজোর। সোমবার ৮৪তম বর্ষের পুজোর থিম 'নিশান - দ্য মার্ক' প্রকাশ করল পুজো কমিটি। ছত্তীশগড়ের রামনামী সমাজের ভাবনা থেকেই মূলতঃ এই থিমের সূত্রপাত। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে রামনামী সমাজের প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতিতে থিমের সুর প্রকাশ করেন গ্র্যামি জয়ী ও পদ্মভূষণ প্রাপক পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট। তাঁর বিশেষভাবে রচিত সুরে মোহন বীণায় ফুটে উঠেছে 'নিশান ও নাদ'-এর ভাবনা। শিল্পী অদিতি চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় এ বার তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।

**Chanditala-I Panchayat Samity**
**MASHAT, HOOGHLY**

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
**NIT No: 02-PS/Ch-I/2025-26**
**Date: 31.08.2026.**
E-Tender ID: **2026_ZPHD_5021107_1 to 2026_ZPHD_5021107_4**
For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

**Executive Officer**
**Chanditala-I Panchayat Samity**
**Mashat: Hooghly**

**Cooch Behar Zilla Parishad**
**Cooch Behar**
**Notice Inviting Tender (in brief)**

Following E-Tender (s) are hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Repair of Roads in different areas of this district vide **NIT No. WBZP/06/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20), WBZP/07/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) & WBZP/08/DE-ET/COB/2026-27 (Sl No. 1-19)** for all of which the last date of submission of Technical and Financial Bid is **15.09.2026 (up to 6.50 p.m)**). For details the website **https:// tenders.wb.gov.in may be accessed.**

**Sd/-**
**Additional Executive Officer**
**Cooch Behar Zilla Parishad**
**Cooch Behar**
**Memo No. 1990/CZP/Engg/2026 Date: 31.08.2026**

**Press Notice**

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 04(Four) No. Schemes under PMKSY WDC 2.0/09/2021-22 scheme in Purulia District on and from 21/08/2026 to 29/08/2026. Vide NIT- 01/PMKSY-WDC 2.0/09-NRM/2026-27(2nd Call). Now the date is extended from 31.08.2026 to 03.09.2026. Details of timing, eligibility criteria, etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Assistant Director of Agriculture, Purulia-I & PIA, Kasai - Belkundi, Watershed, Purulia**
Memo No - 1193/ICA/Puru
Dt. - 31.08.2026

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
**(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)**
**City Centre, Durgapur - 713216**
**(Ph.: 0343-2546716/6815)**

**N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-08/26-27 Dated 31.08.2026**
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1039923_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

**SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY**
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 222** **Tender Notice Date: 31/8/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 222/8/2026-2027 (Pwd- GovtCell)** dated 31/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
**Last date of E-Submission: 16/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

[প্রবিধান ৩৪(৩) দেখুন]

ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নং ১, মুম্বাই
(ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়)
দ্বিতীয় তল, টেলিফোন ভবন, কোলাবা মার্কেট, কোলাবা, মুম্বাই-৪০০ ০০৫
আদায় কার্যক্রম নং ২৩ / ২০২৪

**আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের ৪৮ নম্বর বিধি এবং ঋণ পুনরুদ্ধার ও দেউলিয়াত্ব আইন, ১৯৯৩-এর বিধান অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা।**

প্রদর্শনী নং ১০
পরবর্তী তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬

**ক্যানাড়া ব্যাংক** ... সার্টিফিকেট ধারক
বনাম
**শ্রী সব্যসাচী রায় ও অন্যান্য** ... সার্টিফিকেট দেনাদার

প্রতি,
সিডি-১. শ্রী সব্যসাচী রায়, আবাসিক ঠিকানা- আশীর্বাদ ২, ফ্ল্যাট নং ১০৯, অফ জে. পি. রোড, ৭ বাংলোজ, আন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৬১।
সিডি-২. মিসেস জয়ন্তী রায়, আবাসিক ঠিকানা- আশীর্বাদ ২, ফ্ল্যাট নং ১০৯, অফ জে. পি. রোড, ৭ বাংলোজ, আন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৬১।

যেহেতু, আপনারা-অর্থাৎ এখানে উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেনাদারগণ -টি. ও. এ. নং ৪৩৬ / ২০১৬ (T. O. A. No. 436 of 2016)-এর অধীনে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বারা প্রস্তুতকৃত 'রিকভারি সার্টিফিকেট' অনুযায়ী আপনাদের নিকট থেকে আদায়যোগ্য ৩৭,৩৭,৩২৩.৪০ টাকা (অর্থাৎ সাঁইত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশ তেইশ টাকা ও চল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তৎসহ অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও অন্যান্য প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যেহেতু বকেয়া আদায়ের বর্তমান কার্যধারায় নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটি ক্রোক করা হয়েছে, সেহেতু এতদ্দ্বারা আদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট দেনাদারগণ অথবা তাঁদের কর্মচারী, প্রতিনিধি, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কিংবা উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদারের অধীনে মালিকানা দাবিদার অন্য কোনো ব্যক্তি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর, অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর, তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সৃষ্টি, দখল হস্তান্তর, দায়বদ্ধকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত সম্পত্তি বা তা থেকে উদ্ভূত কোনো সুবিধা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকবেন এবং সকল ব্যক্তিকে এ ধরনের হস্তান্তর, মালিকানা পরিবর্তন, দখল গ্রহণ বা দায়বদ্ধকরণের মাধ্যমে কোনো সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

বিক্রয়-বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য তারিখ ধার্য করার বিষয়টি অবহিত হতে আপনাকে **২৩.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টায়** মুম্বাইয়ের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১-এর রিকভারি অফিসারের হাজির হতে হবে।

**সম্পত্তির বিবরণ**

১. আবাসিক সম্পত্তিঃ৫৭, পূর্বলোক, কালিকাপুর, কলকাতা-৭০০ ০৯৯।
২. আবাসিক সম্পত্তিঃ ৪৫ বি / আইএফ, মুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৪০। **মুম্বাইতে ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে** ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরসহ আমার স্বাক্ষরে এটি জারি করা হলো।

SEAL

স্বাক্ষরিত/-
(মহেশ কুমার)
রিকভারি অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল

প্রাপকঃ
সংশ্লিষ্ট সংস্থা / বিএমসি কর্তৃপক্ষ/ স্থানীয় পৌর সংস্থাসংশ্লিষ্ট তালাঠি।
সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারঃ নিয়ম অনুযায়ী, সিএইচ ব্যাংককে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি(সমূহ)-এর ওপর স্বত্ব বা অধিকার সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নথিতে লিপিবদ্ধ করাতে হবে।

**Harishchak Pallimangal SKUS LTD**
**Regn No-40 HG Date-25/08/1966**
**Vill +P.O- Harishchak, P.S-Khanakul, Dist.- Hooghly**

**Memo No:2/ BOD election** **Date: 31.08.2026**

**NOTICE**

**In pursuance of W.B. Co-Operative Election Commission Regulation-2012 & Order no. 716 Dated: 21.07.26 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 20.09.2026**
**Number of BOD to be Elected: 9(Nine) of which 2(two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 19.08 .2026**

**SCHEDULE FOR BOD ELECTION**

| SL. No. | Programme | Date | Time | Place | Authorised person |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issue & receive of Nomination Papers | 01.09.2026 02.09.2026 | 11.00am to 3.00 pm | Harishchak Pallimangal SKUS Ltd. | Pranab Maity Accountant |
| 2 | Scrutiny of Nomination Papers | 03.09.2026 | From 12.00(Noon) | Do | ARO |
| 3 | Publication of Valid Nomination Papers | 03.09.2026 | After completion of scrutiny | Do | Pranab Maity Accountant |
| 4 | Last Date of Withdrawal of Nomination Papers | 05.09.2026 | Within 3.00 pm | Do | Do |
| 5 | Publication of Final List of Contesting Candidates | 05.09.2026 | After 3.00 pm | Do | Do |
| 6 | Date of Election ( if any) | 20.09.2026 | 11.00am to 3.00 pm | Do | Polling Personnel |
| 7 | Counting of Votes (if any) | 20.09.2026 | After completion of Polls | Do | Do |
| 8 | Publication of Results | 20.09.2026 | After completion of counting | Do | ARO |

**For further details please contact at Society's Office.

Sd/-
Assistant Returning Officer
Harishchak Pallimangal SKUS Ltd

Date:31.08.2026

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online Percentage rate e-tender in two bid system for following work :-

**NIT NO. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/024/2026-27, DATED 31/08/2026**
Name of work : **Making Customised wooden cabinets with necessary civil works of Birth and Death Certificate Section in Room No.20, Health Department at Ground Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated Cost : **Rs.1,98,748.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and time of Submission of Bid : **10.09.2026 - 11 a.m.** The Bid forms and other details are available on and from **02.09.2026 - 11 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engineer (Roads) KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/230 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including vertical Kerb at AJC Bose Road, Dr. LMB Road and surroundings (On different stretches) under Br-VI.** Estimated Amount (Incl. 18% GST & 1% CESS) : **Rs.4,93,549.91.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.** Period of Completion : **150 Days.**

**2. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/231 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including vertical Kerb at S N Banerjee Road, Lenin Sarani, C.R. Avenue and surroundings (On different stretches) under Br-VI.** Estimated Amount (Incl. 18% GST & 1% CESS) : **Rs.4,45,603.72.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **150 Days.**

**3. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/191 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at Rabindra Sarani,Girish Avenue and J.M. Avenue under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,93,520.64.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

**4. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/193 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of Roads (In Patches) at Canal East Road and surroundings in Ward No.35 under Borough-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,80,648.01.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**5. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/190 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at Bagbazar Street, Bidhan Sarani, K.V.V. Avenue and Bhupen Bose Avenue under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,97,240.68.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

**6. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/203 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at Indra Biswas Road, Nrityagopal Chatterjee Lane, Manmatha Dutta Road and Tara Sankar Sarani under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,94,918.99.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

**7. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/205 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at Raja Manindra Road, Northern Avenue and Dipen Ghosh Sarani under Br-I.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,92,429.44.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 7).**

**8. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/223 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of 6/A1, 99 Beleghata Main Road (In Patches) & surrounding area under Br-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,93,462.88.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**9. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/248 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at A.P.C. Road from Shyambazar 5 Point Crossing to Khanna Crossing under Br-II.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,28,377.22.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

**10. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/249 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at A.P.C. Road from Khanna Crossing to Maniktala Crossing under Br-II.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,92,523.03.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

**11. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/250 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at Abhedananda Road, Vivekananda Road & R.G. Kar Road under Br-II.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,96,203.91.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

**12. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/262 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of Damaged Road at J.M. Avenue (In Patches), Aurobindo Sarani (In Patches) & surrounding area under Br-II.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,91,579.59.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **14.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.8 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.8 to 12).**

**13. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/212 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of Road at the Jn. of Canal East Road and Ultadanga Main Road in Ward No.13 under Br-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,24,560.46.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**14. NIT NO. : KMC/ROADS/2026-2027/222 (1st Call)**
Name of work : **Washing & painting of Guard Railing including Kerb at B.K. Paul Avenue, Rabindra Sarani & Nimtala Ghat Street under Br-II.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,56,646.25.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **16.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.13 & 14).** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 12 noon (for Sl.No. 13 & 14).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 14).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT NO. : KMC/EEC/I/003/15/2026-2027**
Name of work : **Relaying of Kerb and Channels at 12/S, Paikpara Row, 29/1A, 2/F, 17/1A, etc. Kundu Lane and other places in Ward No.003.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,38,859.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**2. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/06/2026-2027**
Name of work : **Repairing of Paver Block Footpath and passages at 5/2/4, 13, Raja Manindra Road and 27, Kalachand Patitundi Lane and other places in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,92,416.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**3. NIT NO. : KMC/EEC/I/005/05/2026-2027**
Name of work : **Repairing of IPS footpath at 3, 81,79 etc. Indra Biswas Road and other places in Ward No.005.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,98,746.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**4. NIT NO. : KMC/EEC/I/006/16/2026-2027**
Name of work : **Repairing of different Civil Infrastructures at Borough-I Office.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,94,216.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

**5. NIT NO. : KMC/EEC/I/008/08/2026-2027/US**
Name of work : **Repairing of IPS passages at 8/1, Gossain Lane and other Uttaran areas in Ward No.008.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,631.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**6. NIT NO. : KMC/EEC/I/008/09/2026-2027/US**
Name of work : **Replacement of Broken Doors of Privies with Ancillary Civil Works at 15, 17, Gokul Mitra Lane Uttaran Area and other Uttaran Areas in Ward No.008.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,48,319.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**7. NIT NO. : KMC/EEC/I/008/10/2026-2027**
Name of work : **Repairing of IPS and Concrete Pavements etc. at 23D, 23, Kumartuli Street, 9C, 10A etc. Kashi Mitra Ghat Street and other places in Ward No.008.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,97,343.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**8. NIT NO. : KMC/EEC/I/008/11/2026-2027**
Name of work : **Painting and repairing of Median Strips along Girish Avenue and K.V.V. Avenue in Ward-7 & 8.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,70,804.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **14.09.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 8).** Tender will be opened on : **16.09.2026 - 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 - 6 p.m. (for Sl.No.1 to 8)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 8).**

427/ 26-27

**সেঞ্চুরি ফস্কালেও চুরমার ৫৭ বছরের পুরনো রেকর্ড!**

# দলীপের সেমিতে নজির গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী

**সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৩১ আগস্টঃ** বয়স মাত্র ১৫ বছর ১৫৭ দিন। এই বয়সেই দলীপ ট্রফির ইতিহাসে নতুন নজির গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। দীর্ঘ ৫৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে টুর্নামেন্টের সর্বকনিষ্ঠ

ব্যাটার হিসেবে অর্ধশতরান করার কৃতিত্ব এখন তাঁর ঝুলিতে। রবিবার কিপার হিসেবে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন অধিনায়ক ঈশান কিষান। সেই সময় সাময়িকভাবে দলের নেতৃত্বও সামলান বৈভব। আর সোমবার মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে বাইশ গজে কার্যত ঝড় তুললেন তিনি। শুরু থেকেই চরম আগ্রাসী মেজাজে জ্বলে ওঠেন বৈভব। মাত্র ৪২ বলে নিজের অর্ধশতরান পূরণ করেন তিনি। ইনিংস সাজানো তিনটি বিশাল ছক্কা ও পাঁচটি নিখুঁত বাউন্ডারিতে। কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরির নজির গড়ার হাতছানিও তাঁর সামনে ছিল। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৮ রানের জন্য সেই সুযোগ ফস্কে যায়। ৯২ রানের মাথায় সাজঘরে ফিরতে হয় এই তরুণ ওপেনারকে। তবে তার আগেই লেখা হয় নতুন ইতিহাস। ১৯৬৯ সালে ১৬ বছর ২৩ দিন বয়সে দলীপে প্রথম হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন লক্ষ্মণ সিং। এত দশক ধরে সেই রেকর্ড অক্ষত ছিল। এবার তা পাকাপাকিভাবে অতীতের পাতায়। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন পীযূষ চাওলা। তাঁর রেকর্ডটি ১৬ বছর ৩০৭ দিনের। রবিবার সেমিফাইনালের প্রথম দিনের ছবিটাও পূর্বাঞ্চলের পক্ষে। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক ঈশান। যা পুরোপুরি সফল। মুকেশ কুমার এবং অভিজিৎ সরকারের আগুনে পেসের সামনে মাত্র ২৬৬ রানেই গুটিয়ে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ৮০.১ ওভারেই শেষ বিপক্ষের ইনিংস। মুকেশ (৩/৫৬) ও অভিজিৎ (৩/৩৮) দু'জনেই তিনটি করে উইকেট তুলে নেন। পিছিয়ে ছিলেন না অভিজ্ঞ মহম্মদ সামিও। তাঁর ঝুলিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট (২/৪২)। সমসংখ্যক শিকার অফ-স্পিনার মহম্মদ কুনাইন কুরেশিরও (২/৪৯)। বোলারদের দাপটেই মূলত ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখে ইস্ট জোন। প্রথম দিনের সকালের সেশনে অবশ্য আচমকা ছন্দপতন ঘটে। উইকেটকিপিং করার সময় ডান হাতের কব্জিতে চোট পান ঈশান কিষান। আঘাত বেশ জোরালো হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। লাঞ্চের আগে ও পরে মিলিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য ইস্ট জোনকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার বর্তায় বৈভবের কাঁধে। ১৫ বছরের এক তরুণের কাঁধে এমন গুরুদায়িত্ব নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাঠে ফিরে ফের দলের রিমোট কন্ট্রোল নিজের হাতে তুলে নেন নিয়মিত অধিনায়ক। বল হাতে শামিদের দাপটের পর ব্যাট হাতে বৈভবের এই ঐতিহাসিক ইনিংস সেমিফাইনালের মঞ্চে ইস্ট জোনকে রীতিমতো চালকের আসনে বসিয়ে দিল।

## চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে ভারত

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩১ আগস্টঃ** ২০২৭ সালে প্রথমবারের জন্য আয়োজিত হবে মহিলাদের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এ বার টুর্নামেন্টের ভেন্যু নিয়ে প্রকাশ্যে এল বড় আপডেট। ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কার থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের স্বত্ব কেড়ে নিয়েছে আইসিসি। পরিবর্তে কোথায় খেলা হবে এই টুর্নামেন্ট, তা নিয়ে বা।ছিল জল্পনা। সেই দৌড়ে এ বার উঠে এল ভারতের নাম। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে হতে চলা ছয় দলের এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের দৌড়ে এখন সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত। কেন এই পথে হাঁটল আইসিসি? শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রশাসনে সরকারি হস্তক্ষেপের জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে এসএলসি-র দায়িত্বে রয়েছে সরকার নিযুক্ত একটি 'ট্রান্সফরমেশন কমিটি'। বোর্ডের সংস্কার, সংবিধান পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ দেখছে এই কমিটি। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে নিযুক্ত এই অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে স্বীকৃতি দেয়নি আইসিসি। ফলে এসএলসি-র প্রতিনিধিরাও আইসিসি-র বৈঠকে অংশ নিতে পারছেন না। শ্রীলঙ্কা থেকে টুর্নামেন্ট সরানোর খবর নিশ্চিত করেছেন ট্রান্সফরমেশন কমিটির সচিব প্রকাশ শাফতার। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, ২০২৭ সালে প্রথমবারের জন্য হতে চলা মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নতুন আয়োজক হিসেবে ভারতই সবচেয়ে বড় দাবিদার।

# এশিয়ান গেমসেই ভারতীয় দলে ফিরতে পারেন বুমরা!

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩১ আগস্টঃ** ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বোলার তিনি। তবুও চোটের জন্য জশপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড নিয়ে চিন্তায় থাকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই ম্যাচের পরে আর খেলতে দেখা যায়নি বুমরাকে। এখন বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব চালাচ্ছেন তিনি। সেপ্টেম্বরে আসর বসবে এশিয়ান গেমসের। রয়েছে নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজও, যা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছনোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তার আগে চোট সারিয়ে ফিট হবেন বুমরা? বড় আপডেট জানাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে বুমরার খেলা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা না হলে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় হতে চলা এশিয়ান গেমসেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিসিসিআই-এর সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ''বুমরার উন্নতি সন্তোষজনক।

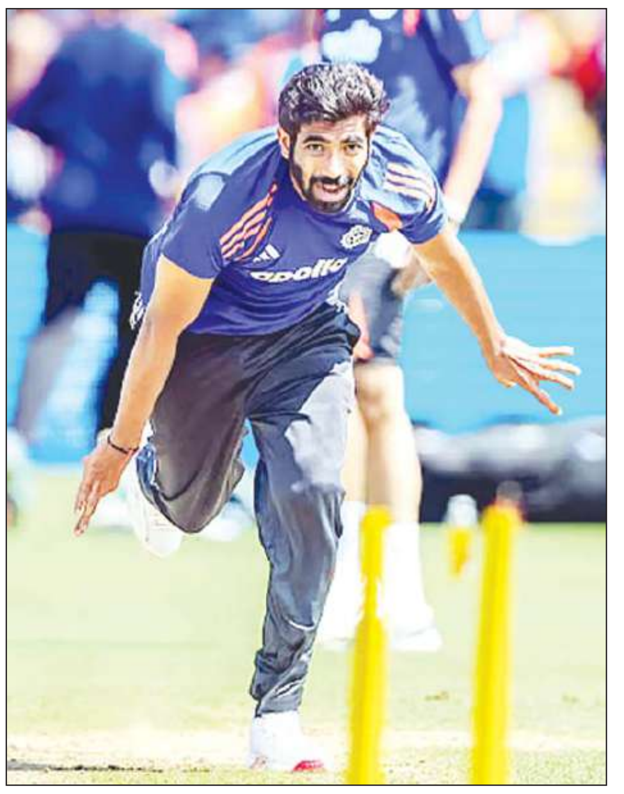

২০২৭ সালের বিশ্বকাপের আগে প্রধান লক্ষ্য ছিল ওডিআই ও টেস্ট ক্রিকেটে তাঁকে ব্যবহার করা। কিন্তু হাঁটুর চোটের পরে কম ওভারের ফরম্যাটে সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে বুমরাকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরাতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে সময় কম। তাই সব ঠিক থাকলে এশিয়ান গেমসেই ভারতীয় দলে ফিরতে পারেন বুমরা।'' তারকা পেসারের ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁর ওয়ার্কলোড এবং রিকভারি প্রক্রিয়ার উপরে নিয়মিত নজর রাখছে মেডিক্যাল টিম। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি বুমরা। বিশেষত কলম্বো টেস্টে তাঁর অভাব অনুভব করেছে ভারত। চতুর্থ ইনিংসে উইকেট তুলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একজন স্ট্রাইক বোলারের অনুপস্থিতি ভারতের বোলিং আক্রমণকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল। ডব্লুটিসি ফাইনালে ওঠার জন্য ভারতের সামনে এখন কঠিন পরীক্ষা। নিউ জিল্যান্ডের মাটিতে দু'টি টেস্ট খেলার পরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। ফলে বুমরাকে পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় টেস্ট ক্রিকেটে ফেরানোই এখন টিম ম্যানেজমেন্টের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এশিয়ান গেমসে তাঁকে খেলিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচ ফিটনেস আনা সেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ।

# জকোভিচের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন ভেনাস উইলিয়ামস

**সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৩১ আগস্টঃ** আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অঘটনের রাত। নোভাক জকোভিচের ম্যারাথন হারের রেশ কাটতে না কাটতেই নিজের রেকর্ড ২৬তম ইউএস ওপেনে নেমে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেলেন ভেনাস উইলিয়ামস। সোমবার গভীর রাতে স্বদেশীয় সোফিয়া কেনিনের কাছে ৬-২, ৭-৬ (৬) ব্যবধানে হার মানলেন ৪৬ বছরের এই মার্কিন কিংবদন্তি। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছিল আগেই। জকোভিচ ও মারিয়ানো নাভানের চার ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের দুরন্ত লড়াইয়ের জেরে সূচিতে বড়সড় রদবদল। শেষপর্যন্ত ভেনাসদের ম্যাচ শুরু হয় স্থানীয় সময় রাত ১২টা ১৩ মিনিটে। যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে বিরল। ২০২৪ সালে আরিনা সাবালেঙ্কা ও একাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভার ম্যাচ যে সময়ে শুরু হয়েছিল, এটি তার চেয়েও ছ'মিনিট দেরিতে আয়োজিত হয়। একসময় এই লড়াই লুইস আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবা হলেও, শেষমেশ মূল কোর্টেই গড়ায়। আর শেষ হতে হতে বাজে রাত ২টো ১ মিনিট। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম রাউন্ডের কোনও লড়াই এত রাতে শেষ হওয়ার নজির এই প্রথম। সব মিলিয়ে মহিলাদের সিঙ্গলসে এটি তৃতীয় দীর্ঘতম রাত। প্রথম সেটে মাত্র ৩২ মিনিটেই ৬-২ ব্যবধানে বাজিমাত করেন কেনিন। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য লড়াইয়ে ফেরেন

ভেনাস। ২-৪ গেমে পিছিয়ে পড়েও টাইব্রেকে ম্যাচ নিয়ে যান তিনি। গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকরাও এই সময় তাঁর সমর্থনে গলা ফাটান। তবে স্নায়ুর চাপ সামলে শেষ হাসি হাসেন কেনিনই। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভেনাসের একটি শট নেটে আটকে যেতেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই হারের ফলে সিঙ্গলসে টানা ১৫টি ম্যাচ পরাজয়ের তেতো স্বাদ পেলেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী ভেনাস। তাঁর শেষ সিঙ্গলস জয় এসেছিল ২০২৫ সালের জুলাইয়ে, ওয়াশিংটনে। ২০১৯ সালে প্রথম রাউন্ডে জেতার পর থেকে ফ্লাশিং মিডোতে টানা ছ'টি ম্যাচে পরাস্ত হলেন। ম্যাচ শেষে কেনিন প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেন, ''ভেনাস কোর্টে অসাধারণ খেলছিল। আমি শুধু লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। নিজের খেলা নিয়ে ১০০ শতাংশ তৃপ্ত থাকিনি, কিছুটা স্নায়ুর চাপও ছিল। তবে কঠিন মুহূর্তগুলোতে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।'' অন্যদিকে সিঙ্গলস কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেন ভেনাস। সটান বলেন, ''আমার মনে হয় না এর উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। পুরো ফোকাস এখন অন্য জায়গায়। এই উন্মাদনার রাত থেকে কীভাবে শারীরিক ধকল কাটিয়ে পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে পারি, সেটাই ভাবছি।'' সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিলেও এখনই নিউইয়র্ক ছাড়ছেন না ভেনাস। চলতি সপ্তাহেই বোন সেরেনাকে সঙ্গী করে তাঁর মহিলাদের ডাবলসে ফের কোর্টে নামার কথা রয়েছে।

# আইপিএল-এর স্বত্ব বিক্রির আগে চাপে ভারতীয় বোর্ড, নতুন বিডার না থাকায় বাড়ছে উদ্বেগ

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩১ আগস্টঃ** আইপিএল-এর পরবর্তী সম্প্রচার স্বত্ব এবং ভারতের ঘরের মাঠের দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলির সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির আগে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেট মহলের একাংশের আশঙ্কা, জিওস্টার ছাড়া যদি আর কোনও বড় সংস্থা দরপত্রে অংশ না নেয়, তা হলে আইপিএল-এর প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে প্রতিযোগিতা না থাকলে সম্প্রচার স্বত্বের দামও প্রত্যাশা মতো বাড়বে না। সম্প্রতি ইটি ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরাম-এ জিওস্টারের ভাইস চেয়ারম্যান উদয় শঙ্কর বলেন, এক দশক আগে বড় ক্রীড়া সম্প্রচার স্বত্বের জন্য চার বা তার বেশি সংস্থার মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা দেখা যেত। এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। তাঁর দাবি, ''আগে একাধিক বড় সংস্থা ক্রীড়া সম্প্রচার স্বত্বের জন্য লড়াই করত। এখন অনেক ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে আমরা একাই মাঠে রয়েছি। এটা কোনও সুস্থ পরিস্থিতি নয়।'' উদয় শঙ্করের মতে, সম্প্রচার স্বত্বের দাম অনেক বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় আয় বাড়েনি। তাই এই ব্যবস্থাকে দীর্ঘ

দিন সফল ভাবে চালিয়ে যেতে হলে সব পক্ষের জন্য লাভজনক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউটিউব এবং নেটফ্লিক্সের মতো সংস্থাগুলি এখন ক্রীড়া সম্প্রচারে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ইউটিউব সম্প্রচার স্বত্ব কিনে তা নিজেদের সাবস্ক্রিপশন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার কৌশল নিয়েছে। অন্য দিকে, নেটফ্লিক্সের কো-সিইও টেড সারান্ডোস সম্প্রতি জানিয়েছেন, তাঁদের সংস্থা সরাসরি ক্রীড়া সম্প্রচারে আগ্রহী। ক্রিকেট নিয়েও আগ্রহ রয়েছে। তবে তারা প্রচলিত ধারার পূর্ণ মরশুমের ক্রীড়া সম্প্রচারকারী হতে চায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইপিএল-এর মতো প্রতিযোগিতা নেটফ্লিক্সের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে। কারণ এটি শুধু ভারতের কোটি কোটি দর্শকের কাছেই জনপ্রিয় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যেও সমান ভাবে সমাদৃত। ক্রিকেট মহলের মতে, শুধু জিওস্টারের উপর ভরসা করে থাকলে হবে না। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রচার, প্রযুক্তি ও স্ট্রিমিং সংস্থার কাছে আইপিএল-এর মতো জনপ্রিয় টুর্নামেন্টকে আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে আইপিএল-কে, যাতে আরও সংস্থা সম্প্রচার স্বত্ব কিনতে আগ্রহ দেখায়। উদয় শঙ্করও মনে করেন, কোনও সম্পত্তির অর্থনৈতিক মূল্য তখনই বাড়ে, যখন বাজারে একাধিক আগ্রহী ক্রেতা থাকে। তাই আইপিএল-এর প্রকৃত মূল্য পেতে হলে বোর্ডকে আরও বড় পরিসরে প্রচার চালাতে হবে। বর্তমানে জিওস্টারকে বিসিসিআই-এর 'প্ল্যা এ' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যদি কোনও কারণে সেই পরিকল্পনা সফল না হয়, তা হলে বোর্ডের কাছে 'প্ল্যান বি' বা 'প্ল্যান সি' রয়েছে কি?

# ২০ বছর পর প্রথম রাউন্ডে হেরে জকোভিচের কান্নাভেজা বিদায়

ম্যাচ চলার সময় থেকেই অস্বস্তিগুলো দৃশ্যমান হচ্ছিল। ম্যাচের মাঝপথে বমি করলেন একবার। পিঠ ও কাঁধের সমস্যা বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তবু প্রথম তিন সেটে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু পরে আর পেরে উঠলেন না নোভাক জকোভিচ। অবাছাই মারিয়ানো নাভোনের কাছে হেরে অবিশ্বাস্যভাবে ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন কিংবদন্তি। ম্যাচের পর চোখে দেখা গেল জলের ধারা।

**সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৩১ আগস্টঃ** গোটা ক্যারিয়ারেই আগে কখনও ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের আগে বিদায় নেননি জকোভিচ। গ্র্যান্ড স্ল্যামেও প্রায় ভুলে যাওয়া এক স্বাদ পেলেন রেকর্ড শিরোপাজয়ী তারকা। গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ড থেকে সবশেষ বাদ পড়েছিলেন তিনি সেই ২০০৬ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ২৫ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অনন্য কীর্তি গড়ার চেষ্টায় থাকা তারকা রবিবার ৭-৬(৫), ৫-৭, ৪-৬, ৬-২, ৬-১ গেমে হেরে যান আর্জেন্টিনার নাভোনের কাছে। চোট ও অসুস্থতার কারণে ম্যাচের শেষ দিকে ঠিকঠাক সার্ভ করতে পারছিলেন না জকোভিচ। সবশেষ যখন তিনি গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে পড়েন, তখনও লড়ছিলেন পায়ের নিচে জমিন শক্ত করতে। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় তো বহুদূর, কোনো এটিপি শিরোপাও তার ছিল না। পরের সময়ে ইতিহাস গড়ে তিনি জিতেছেন রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামসহ ১০১টি এটিপি ট্যুর সিঙ্গলস শিরোপা। এই ৩৯ বছর বয়সে এসে আবার কোনো আসরে শুরুতেই শেষ হলো তার পথচলা। ম্যাচের পর অশ্রুসিক্ত জকোভিচ বললেন, শরীরের সঙ্গে লড়াইয়েই পেরে ওঠেননি তিনি। প্রতিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতে অবশ্য ভুললেন না। ''এটা তো পরিষ্কারই যে, কোর্টে আমার জন্য অনুভূতিটা ছিল ভয়াবহ। দুর্ভাগ্যবশত, এই বছর প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই এই সমস্যা হানা দিচ্ছে। বমি করা, বমি বমি ভাব, এসব গুরুতর সমস্যা। এর জের ধরে আমার পুরো শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করে, মূলত পেশিতে টান ধরে

এবং ব্যথা হয়। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পিঠ আর কাঁধ দুটোই ভেঙে পড়ল। ম্যাচটা শেষ করতে পারলাম না। চতুর্থ সেটে এক ব্রেক এগিয়ে ছিলাম, কিন্তু ম্যাচের চতুর্থ গেম থেকেই পুরোটা সময় ধরে ধুঁকেছি। আবারও বলছি, আমি তার জয়কে খুব বেশি ছোট করে দেখতে চাই না। তাকে অভিনন্দন। সে একজন ভালো মানুষ, একজন লড়াকু। কিন্তু আমি ম্যাচটা উপভোগ করিনি।'' এমন বিপর্যয়ের আভাস অবশ্য ছিল। সপ্তাহ দুয়েক আগে সিনসিনাটি ওপেনে প্রথম রাউন্ডে হেরে যান জকোভিচ। ফর্ম ও ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নকে সঙ্গী করেই নিজের ২০তম ইউএস ওপেনে তিনি এসেছিলেন। এই ম্যাচে আর্দ্র আবহাওয়ায় তিনি প্রথম সেটে দ্রুত ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান। কিন্তু বৃষ্টির কারণে কোর্টের ছাদ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার পর নাভোনে ৪-৪ সমতা ফেরান। জকোভিচের অস্বস্তি তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। নাভোনে এরপর খেলা টাইব্রেকে নিয়ে যান এবং সেটটি জিতে নেন। দর্শকদের মধ্যে তুমুল উল্লাস ও বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে তাতে। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ান জকোভিচ। তৃতীয় সেটের সময় কোর্টের পাশের একটি ডাস্টবিনে বমি করার পর তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো সেরে উঠেছেন। নাভোনের সার্ভিস ব্রেক করে তিনি ৫-৪ ব্যবধানে এগিয়ে যান এবং সার্ভ খুব ভালো করতে না পারলেও সেটটি জিতে নেন। কিন্তু চতুর্থ সেট জিতে জবাব দেন নাভোনে। পিঠের সমস্যার কারণে শেষের দিকে জকোভিচের সার্ভ একরকম অকার্যকর হয়ে পড়ে। এরপর ভাগ্য নির্ধারণী সেটে স্নায়ুর চাপ সামলে ৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে ঐতিহাসিক জয়ে নিজেকে রাঙান নাভোনে। ম্যাচের পর জাকোভিচ জানালেন, শরীর বিদ্রোহ করলেও তিনি মাঠ থেকে বের হতে চাননি। ''চতুর্থ বা পঞ্চম সেটে এসে আর হাল ছাড়তে চাইনি। ম্যাচটি শেষ করতে চেয়েছিলাম।'' নাভোনের জন্য এই জয় তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ২৫ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন কখনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের তৃতীয় রাউন্ড পার হতে পারেননি, ইউওস ওপেনে তার সেরা সাফল্য দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রাখা। যাকে তিনি মনে করেন সর্বকালের সেরা, যাকে আদর্শ মেনে গা।ছেন নিজেকে, তাকে হারিয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নাভোনে নিজেই। ''সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের বিপক্ষে পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলা এবং জয়, এমন কিছু তো প্রতিদিন হয় না। আমি খুবই। আমার জন্য এটা অনেক বড় ব্যাপার। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।'' পরে তিনি ইএসপিএনকে বলেন যে, নিজের কীর্তি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। ''অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব কমতে কিছুটা সময় লাগবে। এইমাত্র ফোনটা হাতে নিয়েছি আর ফোনটা বেজেই চলেছে। ধারণা করতে পারছি, দেশে নিশ্চয়ই বেশ

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com